রাঁচি, রবিবার

10:12:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

# জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>061 >>23 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৬১ >> << ২৩শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

### জনমানবহীন রাস্তায় বাঘের সামনে একা তিনি

**উত্তরাখন্ড (এনডিটিভি)ঃ** জনমানবহীন রাস্তা ফাঁকা। এ সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ তাঁর একটু সামনে দিয়ে বাঘ যেতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা থামিয়ে পেছনে সরে এলেন তিনি। দেখলেন, তাঁর সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে বাঘটি। ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের জিম করবেট পার্কের কাছে ঘটেছে এ ঘটনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে গেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তা দিয়ে একা এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ রাস্তায় বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি পেছন দিকে হাঁটা শুরু করেন। তবে বাঘটি তাঁর সামনে দিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিতায় ওই ব্যক্তি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। আইএফএস কর্মকর্তা প্রবীণ কাসওয়ান এক্সে (সাবেক টুইটার) ভিডিওটি আপলোড করেন। এতে তিনি ক্যাপশন লেখেন, 'তিনি খুবই ভাগ্যবান জীবিত ব্যক্তি। বাঘটির কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না বলে মনে হলো।'

**বাজার দর**

SENSEX : 69856.05 +334.36
NIFTY : 20973.45 +72.30

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 22.00 °c | 12.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .19 টা

**গহনার বাজার**

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

**রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর**

### উত্তরাখন্ডে গ্লোবাল বিজনেস সামিটএ প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বান 'ওয়েড ইন ইন্ডিয়া'

**উত্তরাখণ্ড ঃ** শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর ভারতের উত্তরাখন্ডে শিল্প বাণিজ্যের একটি বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলন বা গ্লোবাল বিজনেস সামিট এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন বিয়ের আয়োজনও হতে পারে বাণিজ্যের বড় হাতিয়ার। তাতে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডে গ্লোবাল বিজনেস সামিটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তার ভাষণে প্রথমে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির মূল কথা হল বিদেশিরা ভারতেই কলকারখানা গড়ে তুলে এই দেশের বাজারে বিক্রি করুক। দেশে কলকারখানা তৈরিতে বিদেশিদের উৎসাহ দিতেই প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উত্তরাখণ্ডে গ্লোবাল বিজনেস সামিট এ শুক্রবারের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মেক ইন্ডিয়া'র মতো 'ওয়েড ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিও পালন করা দরকার। যুব সমাজের উদ্দশে মোদীর বক্তব্য, আপনারাই পারেন বিদেশে না গিয়ে দেশে বিয়ের 'ওয়েড ইন ইন্ডিয়া' বিপ্লব ঘটাতে। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী তার মাসিক 'টক শো' 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই ব্যাপারে প্রথম সরব হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, দেশের পয়সাওয়ালাদের নতুন ট্রেন্ড হয়েছে বিদেশে বিয়ে করতে যাওয়া। দেশে কি ভাল জায়গার অভাব আছে নাকি। যে টাকাটা বিদেশ খরচ করছেন সেটাই দেশে ব্যয় করুন। সাফ কথা বিয়ে দেশে করুন। 'মন কি বাতে' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিয়েতে ভারতীয় পণ্য কিনুন। তাতে দেশীয় শিল্পের বিপুল অগ্রগতি হবে। উত্তরাখণ্ডের বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে উপস্থিত ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর প্রণব আদানি, জিন্দল গোষ্ঠীর সজ্জন জিন্দাল, পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা বাবা রামদেব প্রমুখ। মোদী তাদের উদ্দেশে বলেন, এখানে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিলাসবহুল সুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা। বিয়ে করার জন্য উত্তরাখণ্ডকে গন্তব্য করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

# গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ নিহত, প্রাণ গেছে ৪৭ অ্যাথলেটের



**গাজা ঃ** গাজা উপত্যকায় গত ৭ অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি হামলায় ৪৭ জন অ্যাথলেট নিহত হয়েছেন। একই সময়ের মধ্যে খেলাধুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও ১৭ জন টেকনিশিয়ান ও তত্ত্বাবধায়ক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার প্যালেস্টাইন অলিম্পিক কমিটির বরাতে ফিলিস্তিনের সংবাদ সংস্থা ওয়াফা এসব তথ্য জানিয়েছে। গাজায় এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।

প্যালেস্টাইন কমিটি আরও বলেছে, ইসরায়েলের হামলায় ছয় বছর বয়সী এক কারাতে খেলোয়াড়ও নিহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখত সে। এদিকে শনিবারও গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত আছে। ভোরে গাজার বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এদিন গাজা উপত্যকার দক্ষিণের শহর রাফাহ ও উত্তরের গাজা নগরীতে বোমা হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রের বরাতে ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাহ শহরে একটি আবাসিক ভবনে হামলার ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গাজার কেন্দ্রভাগে আসাহাবা মেডিকেল কমপ্লেক্সের কাছে আবাসিক বাড়িঘরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আরও বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি হয়েছে। ওয়াফার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হামলাস্থলে ইসরায়েলি ট্যাংক থাকার কারণে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

দুই মাসের বেশি সময় আগে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার জবাবে সেদিন থেকেই গাজা উপত্যকায় হামলা শুরু করে তারা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৪৮৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আর ইসরায়েলের হিসাব অনুসারে, হামাসের হামলায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৪৭ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন।

### আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামিক স্টেটের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে তালিবান

**কাবুল ঃ** আফগানিস্তানে তালিবান নিরাপত্তা বাহিনী ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর এক কর্মীকে হত্যা করেছে এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ইরানের সঙ্গে এই দেশের সীমান্তের কাছে জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাঁটিতে রাতে হানা দিয়ে এমনটা ঘটানো হয়েছে।

তালিবানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মিডিয়া সংস্থা শুক্রবার বলেছে, ইসলামিক স্টেটের আঞ্চলিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক ইসলামিক স্টেট খোরাসান বা আইএসকে নামে পরিচিত। আল মেরসাদের বক্তব্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রতিক কয়েকটি হামলার সঙ্গে এই নেটওয়ার্ক যুক্ত ছিল। সেই দেশে আইএসকেএর অপপ্রচারের মোকাবেলা ও এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তালিবানের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়িত্বে রয়েছে এই আল মেরসাদ। এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে স্থানীয় একটি অ্যাক্রনিম বা আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে আল মেরসাদ উল্লেখ করে, আইএসকেপির গ্রেফতার হওয়া কয়েকজন সদস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সূত্র থেকে এই দাবিকে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং রাষ্ট্রীয় মিডিয়া যে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করে সে বিষয়ে তালিবান সরকারের কর্মকর্তারা কোনও মন্তব্য প্রায় করেনই না। সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র আইএসকে গোষ্ঠীকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি বলে অভিহিত করেছে। সেই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে যে, এই গোষ্ঠী আফগান ঘাঁটিগুলি থেকে শীঘ্র আন্তর্জাতিক হামলা চালাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার কংগ্রেসকে লেখা এক চিঠিতে এইসব উদ্বেগের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর তাদের বার্ষিক রিপোর্টে জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের, বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায় ও তালিবানের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে আইএসকে।

## ইউক্রেনকে ৪৫০ কোটি ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান

**টোকিও ঃ** রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনকে ৪৫০ কোটি ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। বৃহস্পতিবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এ ঘোষণা দেন। এই সহায়তার মধ্যে ১০০ কোটি ডলার মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। বৃহস্পতিবার ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর বলেছেন, ইউক্রেনের ওডেসা অঞ্চলে রাশিয়ার একটি ড্রোন হামলায় একজন নিহত হয়েছে এবং বন্দর অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলের ওডেসা এবং দেশের পশ্চিমাংশের খলেমনিটস্কি অঞ্চলকে লক্ষ্য করে রাশিয়া মোট ১৮টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ওই ১৮টি ড্রোনের মধ্যে ১৫টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

**যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা**

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা ইউক্রেন ও ইসরাইলের জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য চাওয়া এগারো হাজার কোটি ডলার অর্থমূল্যের সহায়তা অবরুদ্ধ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধ এবং সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থায়নের জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রায় দশ হাজার ছয়শো কোটি ডলারের অনুমোদন চেয়েছিলেন। এর আগে বুধবার বাইডেন ইউক্রেনের জন্য আরও অস্ত্র সহায়তা অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, এই সহায়তার অনুমোদন না দেয়া হলে দুই বছর ধরে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে পুতিনকে দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ইউক্রেনের জন্য নতুন নিরাপত্তা সহায়তা ঘোষণা করেছে। এটি বাইডেন প্রশাসনের ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ইউক্রেনকে প্রদানকৃত ৫২তম অস্ত্র বরাদ্দ।

পেন্টাগন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সতেরো কোটি ৫০ লাখ ডলার অর্থমূল্যের এই সামরিক সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে হাই মোবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম বা হাইমার্সের জন্য গাইডেড মিসাইল, অ্যান্টি আরমর সিস্টেম এবং হাই স্পিড অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল। সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ উভয়ের কিছু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা বলেছেন, সকল অবৈধ অভিবাসীকে অবরুদ্ধ করার মতো যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের কঠোরতর নীতিমালা প্রণয়ন না করা হলে তারা ইউক্রেনের অতিরিক্ত সহায়তা অনুমোদন করবেন না।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, রিপাবলিকানদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা রাজনৈতিক সমাধান চান নাকি প্রকৃত সমাধান চান। একটি মীমাংসায় তাদেরকে আসতে হবে।

**পরামর্শ** এই ধরনের মন্তব্য ভারতের সংবিধানের ২১ ধারার পরিপন্থী

# কিশোরীদের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে অসন্তুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট



**কলকাতা ঃ** যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত একটি মামলায় কিশোরীদের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের মন্তব্যকে 'আপত্তিকর' ও 'অপ্রত্যাশিত' বলে মত প্রকাশ করেছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট।

গত ১৮ অক্টোবর একটি যৌন নিগ্রহের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের 'যৌন আবেগ' নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। সমাজের চোখে 'ছোট' হতে হয়, এমন কিছু যাতে তারা না করে। ওই বয়সের ছেলেদেরও উচিত, মেয়েদের যোগ্য মর্যাদা এবং প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়া। উচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণেই আপত্তি জানিয়েছে ভারতের শীর্ষ আদালত। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং পঙ্কজ মিত্তলের বেঞ্চে সংশ্লিষ্ট মামলাটির শুনানি হয়েছে।

দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ধরনের মন্তব্য ভারতের সংবিধানের ২১ ধারার পরিপন্থী। আদালতের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যক্তিগত মনোভাবকে ব্যক্ত করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের মতে, বিচারপতিরা যেন তাদের ব্যক্তিগত মনোভাব ব্যক্ত না করেন। মামলা শোনার পর ন্যায্য রায়ই দেওয়া উচিত বিচারপতিদের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও এ নিয়ে নোটিস জারি করা হয়েছে।

প্রেমের সম্পর্কে থাকাকালীন এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পকসো আইনে ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওই যুবককে বেকসুর খালাস করে কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চ কিশোর কিশোরীদের সম্মতিক্রমে সহবাসে পকসো ধারা প্রয়োগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে। উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, কিশোরীদের নিজের গোপনীয়তা এবং শরীরের অধিকার নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। কিশোরদেরও কিছু পরামর্শ দেয় আদালত।

অভিভাবকদেরও পরামর্শ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, সন্তান বিশেষত মেয়েরা যাতে খারাপ স্পর্শ, খারাপ ইঙ্গিত, খারাপ উদ্দেশ্য, খারাপ সঙ্গ চিনতে পারে, তা নিশ্চিত করতে বাবা মায়েদের শিক্ষা দিতে হবে। আইন স্বীকৃতি দেয় না, এমন বয়সে সহবাস নিয়েও ছেলেমেয়েদের সতর্ক করার দায়িত্ব অভিভাবকদের । যৌন স্বাস্থ্য এবং সংসর্গের বিষয়ে কিশোর কিশোরীদের সতর্ক করার ভার স্কুলের উপরেও দিয়েছে হাইকোর্ট। এই পর্যবেক্ষণের বিষয়েই কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

# দ্বি দিবসীয় ১৬ দলীয় ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন করলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো




**অনিশা গোরাই**

**পুরুলিয়া ঃ** শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ ঝালদা এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কুশি রেলওয়ে ফাটক সংলগ্ন ময়দানে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরেও ক্রুত্তক্ষ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দিয়ে দ্বি দিবসীয় ১৬ দলীয় ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন করলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এলাকার বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপির দলীয় নেতা কর্মীরা উত্তরি দিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে সাংসদকে সম্মান জানান। অপরদিকে ফুটবল খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়ে বলের মধ্যে কিক মেরে খেলার শুভ সূচনা করেন সাংসদ। সাংসদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, আযোজকদের মধ্যে অন্যতম তথা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শংকর মাহাতো, নোয়াডী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ নায়েক, সমাজসেবী রহিদাস মাহাতো, সুকুমার মাহাতো প্রমূখ।

## পঞ্চায়েত অফিসে হঠাৎ হাজির বিডিও সময় মত অফিসে না আসার জন্য দিলেন ধমক

**শিলিগুড়ি ঃ** জনগন পরিশেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না, জনগন কে পরিশেবা দিতে দাঁড়িয়ে থাকবে কর্মচারীরা, আর সেই কারনে আচমকা ফুলবাড়ি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০ টা বাজতেই আচমকা পরিদর্শনে রাজগঞ্জ বিডিও প্রশান্ত বর্মন, গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখতে পায় বেস কিছু কর্মী অনুপস্থিত, সাথে সাথে অনুপস্থিত কর্মীদের শোকজ করা হয়, দেরী করে আসার কারনে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ধমকান ভিডিও , পরিদর্শন করার পর বিডিও প্রশান্ত বর্মন জানায় ফুলবাড়ী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিদর্শনে এসেছিলাম, সাধারণ মানুষ পরিষেবা নিতে দাঁড়িয়ে থাকবে না পরিষেবা দেওয়ার জন্য কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে থাকবে, এই ধরনের পরিদর্শন করতে যাওয়ার আগে নিজের ড্রাইভার কেও জানিয়ে যাই না, আজ যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের সোকজ করা হয়েছে, এই ধরনের পরিদর্শন লাগাতার চালানো হবে।

## কোচবিহারের ব্রহ্ম মন্দিরের সংস্কারের খতিয়ে দেখেন বিভাগীয় শাসক

**কোচবিহারঃ** কোচবিহার ব্রহ্ম মন্দির পরিদর্শনে আসলেন কোচবিহারের নতুন সদর মহকুমা শাসক। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তী সহ দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এলেন সহ ব্রহ্ম মন্দির চত্বর পরিদর্শন করেন কোচবিহারের নতুন মহকুমা শাসক কুনাল বঃেদাপাধ্যায়। এদিন তিনি ব্রম মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে কারো কিছু অজানা নয় । কিন্তু কোচবিহারের এই ব্রহ্ম মন্দির বর্তমানে যা অবস্থায় রয়েছে তা সন্তোষটি জনক নয় । আমরা দ্রুত এই ব্রহ্ম মন্দির সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করব.

## অন্ধ ভিখারির ঘরে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি

**জলপাইগুড়ি ঃ** অন্ধ ভিখারির ঘরে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রাণীনগর এলাকায়। বাড়িতে থাকেন দুই ভাই, বোন। তারা দুজনেই অন্ধ। চোখে দেখতে পান না। বিভিন্ন স্টেশনে ও ট্রেনে ভিক্ষা করে খান। তাদের বাড়ির দরজা ভেঙে দুস্কৃতীরা লুঠ করে নিয়ে গেল সর্বস্ব। সারা জীবন ভিক্ষা করে যেটুকু সম্বল জোগাড় করে রেখেছিলেন তার সবটাই নিয়ে যআয় চোরের দল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় রীতিমতো অবাক স্থানীয় মানুষ। কিভাবে দুজন অসহায় মানুষের ঘরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা সর্বস্ব চুরি করে পালালো তা ভেবে পাচ্ছেন না কেউ। এই ঘটনায় হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। ভিখারির ঘরে চুরির ঘটনা খুব কমই শোনা যায়। জানা গেছে নগদ টাকা সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি গিয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হয়েছে এই ঘটনা। তারই পরামর্শে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন অন্ধ ভিখারী দুই ভাই বোন।

## দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের প্রথম রাজ্য সম্মেলন ৯ই ডিসেম্বর

**শিলিগুড়ি ঃ** দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের উদ্দ্যোগে এই প্রথম শিলিগুড়ি শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে আগামী ৯ই ডিসেম্বর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।আজ গুচ্ছ্ব বাংলোতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের মুখ্য উপদেষ্টা তথা এ শহরের মেয়র গৌতম দেব এ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সম্মেলন সমন্ধে বিস্তারিত জানান।এই সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, আইনজীবীদের পক্ষে সুস্মিতা মৈত্র, পিযুষ ঘোষ, অরুণ সরকার সহ অন্যান্যরা। গৌতমবাবু সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে জানান এতো বড় মাপের আইনজীবীদের সম্মেলন এর আগে শিলিগুড়িতে হয়নি।প্রায় ২০০০ হাজার প্রতিনিধি আগামী ৯ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মঞ্চে হাজির হবেন আইনজীবীদের বক্তব্য শুনতে।এছাড়াও অতিথিদের মধ্যে এক গুচ্ছ মন্ত্রী বিধায়কদের সমাগম হতে চলেছে এই সম্মেলনে

## কিষান মান্ডিতে কৃষকরা সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধান দিতে এসে চরম হয়রানীর শিকার হচ্ছে এমনই অভিযোগ কৃষকদের

**মালদা ঃ** কিষান মান্ডিতে কৃষকরা সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধান দিতে এসে চরম হয়রানীর শিকার হচ্ছে এমনই অভিযোগ কৃষকদের। মালদহের গাজোলের কৃষাণ মান্ডিতে কৃষকদের অভিযোগ তাদের কাছ থেকে সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান দিতে এসে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছ। কৃষকদের কাছ থেকে বেশি করে ধলতা চাওয়া হচ্ছে ড যার ফলে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন মালদার গাজোল ,হরিশ্চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন ব্লকে কিষাণ মান্ডিতে বেশি পরিমাণে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। চাষিরা এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যেখানে কুইন্টাল প্রতি ২ থেকে ৩ কিলো ধলতা নেওয়া কথা ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে ছয়, সাত কিলো করে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে কৃষকের কাছ থেকে। শুধু তাই নয় বন্যার সময় মালদা জেলার বামন গোলা ,হবিবপুর, এবং বিশেষ করে গাজোল ব্লকে বন্যার জলে ধানের জমি ডুবে গিয়েছিল সে সময় রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে একটি সার্ভে করা হয় এবং যে সমস্ত কৃষকদের ধান নষ্ট হয়ে গেছিল তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পুরাতন মালদার কৃষকদেরও একই অভিযোগ। কিন্তু আজকে প্রায় এক বছর হতে চলেছে সেই ক্ষতি সরকার দেয়নি বলে অভিযোগ। আগামী দিনে যদি তাদের ক্ষতিপূরণ এবং কম পরিমাণে ঢলতা না নেয় তাহলে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন। আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর।

## শেপদোল্লাজোতের তীব্র পানীয় জলের সংকট মেটানোর উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**শিলিগুড়ি ঃ** আদিবাসী আন্দোলনের স্রষ্টা প্রয়াত কানু সান্যালের গ্রাম নকশালবাড়ি ব্লকের শেপদোল্লাজোতের তীব্র পানীয় জলের সংকট মেটানোর উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। সড়কপথে কার্শিয়াং যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই গ্রামের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে জানান। মুখ্যমন্ত্রী জা নি য়ে ছে ন , শেপদোল্লাজোতের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই গ্রামে যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী পানীয় জল প্রকল্প গড়ে উঠছে ততদিন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের তরফে সেখানে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে যাতে গ্রামবাসীরা পানীয় জলের সংকট থেকে মুক্তি পায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই গ্রামটি দত্তক নিয়েছিলেন তৎকালীন সাংসদ সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়া।

## রাজনগরে খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে মৃতের স্ত্রীকে চাকরির

**রাজনগর ঃ** রাজনগরে খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে মৃতের স্ত্রীকে জেলা পরিষদের তরফে চাকরির নিযগে পত্র দেওয়া হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজনগরের মালিপাড়া গ্রামে লক্ষ্মী পূজার উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বছরও কয়েক হাজার ভক্তকে ওই খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে মালিপাড়া এবং ছোট বাজার গ্রামের বেশ কিছু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরে পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের তৎপরতায় তাদের সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদের মধ্যে ছোট বাজার গ্রামের পাঁচ বছরের একটি শিশুর এবং মালিপাড়া গ্রামের ৪৫ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সে সময় স্থানীয়দের পাশে দাঁড়ান ব্লক প্রশাসন পুলিশ ও স্থানীয়রা। সাহায্যের হাত বাড়ায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। অসুস্থ সমস্ত ব্যক্তি এবং মৃতদের পরিবারের সাথে দেখা করে তাদের আর্থিক সাহায্য করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। মৃতদের দুই পরিবারকে বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করেন কাজল শেখ। সে সময়ই মৃত সুশান্ত মালাকার ওরফে মুকুল মালাকারের স্ত্রী শিউলি রানী মালাকার যে কোনো ধরনের ছোটখাটো একটি চাকরির জন্য কাতরভাবে আবেদন করেন। তার পরিবারের রোজগারের একমাত্র সম্বল তার স্বামী ছিলেন, তিনি মারা যাওয়ায় এখন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন । তার দুইটি সন্তান রয়েছে। তাদেরকে নিয়ে কোনো রকমে খেয়ে পরে যাতে দিনযাপন করতে পারেন, সেজন্য যেকোনো ধরনের ছোটখাটো একটি কাজের জন্য তিনি আবেদন করেন। কাজল শেখ তাকে কথা দেন তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মঙ্গলবার বীরভূম জেলা পরিষদ অফিসে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধুকে নিয়ে মুকুল মালাকারের স্ত্রীর হাতে একটি চাকরি একটি চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির একটি নিযগেপত্র তুলে দেন। বীরভূম জেলা পরিষদের তরফে মুকুল মালাকারের স্ত্রীকে চতুর্থ শ্রেণীর এই চাকরির নিযগে পত্র তুলে দেওয়া হল। রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু জানিয়েছেন তৃণমূল সরকার সবসময়ই সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

## স্বামীজীর বার্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছতে শাশ্বত ভারতরথ এসে পৌঁছল তুফানগঞ্জে

**তুফানগঞ্জ ঃ** স্বামীজীর বার্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছতে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শাশ্বত ভারত রথ এসে পৌঁছল তুফানগঞ্জে। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শাশ্বত ভারত রথ পরিক্রমা শুরু হয়েছে। বুধবার রথটি তুফানগঞ্জ পৌঁছে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়ার পর একটি শোভাযাত্রার আযজেন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রবরানন্দ মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহসভাপতি স্বপন আইচ, উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জ্যাম ইয়ং জিম্বা, উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ পৌরসভার পৌর মাতা কৃষ্ণা ঈশোর, উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার উপ পৌরপতি তনু সেনসহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহসভাপতি সপন আইচ বলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শাশ্বত ভারত রথ যাত্রা শুরু হয়েছে মূলত স্বামীজীর বাণীকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে এই যাত্রা চলছে। আজ তুফানগঞ্জ শহরে শোভাযাত্রা করার পর রাতে রথটি তুফানগঞ্জে থাকবে এবং আগামীকাল এই শাশ্বত ভারত রথ অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

## দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর কাঠ উদ্ধার করল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা

**আলিপুরদুয়ারঃ** দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর কাঠ উদ্ধার করল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা বৃহস্পতিবার দুফুরে কোহিনুর চা বাগান এলাকা থেকে চারটি গাছের গোলাই উদ্ধার করেছে অপরদিকে শক্তিনগর এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি শাল কাঠ বোঝাই সাইকেল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অভিযান চলে শক্তিনগর এলাকায়। দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় প্রচুর কাঠ উদ্ধার করে সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে।

## খাবারের গুনগতমান যাচাই করতে বিভিন্ন হোটেল ও দোকানে হানা রাজগঞ্জের বিডিওর

**জলপাইগুড়ি ঃ** খাবারের গুনগতমান যাচাই করতে বিভিন্ন হোটেল ও দোকানে হানা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের।বুধবার পঞ্চায়েত অফিসের পর আজ রাজগঞ্জের বেলাকোবা বাজার ও বটতলা মোড়ের বিভিন্ন হোটেল, ফাস্টফুডের দোকান ও মিষ্টির দোকানে হানা দেন তিনি।বেশকয়েকটি দোকানের ফ্রিজে পচা দুর্গন্ধ ছড়ানো খাবার দেখতে পান। ধমক দিয়ে হোটেল কর্মীদের সেই খাবার ফেলে দিতে দেখা যায় বিডিওকে।এর পাশাপাশি বেলাকোবা কেবলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের খাবারের মান যাচাই করেন তিনি।এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, আমরা মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে জানতে পারি যে বিভিন্ন জায়গায় বাসী খাবার খেয়ে অনেকে অসুস্থ হচ্ছেন। তাই আজ বেলাকোবার বিভিন্ন মিষ্টির দোকান, হোটেল সহ ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালালাম। সেই অভিযানে দেখা গেল যে কয়েকদিনের বাসী খাবার ফ্রিজে রাখা রয়েছে।

## ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্যাড , শীল, স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে পুরাতন মালদার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

**মালদা ঃ** ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্যাড , শীল, স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে পুরাতন মালদার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পর পুলিশ জানিয়েছে , সহকর্মী চার বন্ধুর সঙ্গে পুরনো বিবাদের বদলা নিতেই এই অপকর্ম ঘটিয়েছিল অভিযুক্ত সিভিক ভলেঃটিয়ার বিমল সরকার। তার বাড়ি পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর বুধবার দুপুরে ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার বিমল সরকার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্যাড , শীল , স্বাক্ষর জাল করে একটি চিঠি লিখে সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের কাছে জমা দেয়। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, পুরাতন মালদা থানার কর্মরত চারজন ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারের মদতে ভাবুক গ্রামে বেআইনি জুয়া এবং মদের কারবার চলছে।

পুলিশ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, পুলিশ সুপারের অফিস থেকে এই চিঠি পাওয়ার পর সরাসরি পুরাতন মালদা থানায় সেটি ফরওয়ার্ড করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর পুরাতন মালদা থানার কর্মরত পুলিশ আধিকারিকেরা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভুনাথ দুবেকে ডেকে পাঠান। এরপর পুলিশের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

ভাবুগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রভুনাথ দুবে বলেন, পুলিশ আমাকে বলে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের প্যাডে আমি নাকি এলাকায় বেআইনি মদ, জুয়ার কারবারের বিরুদ্ধে চারজন সিভিক জড়িত রয়েছে এরকম একটি অভিযোগ পত্র পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। কিন্তু আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এরকম কোন কারবার চলে না। এছাড়াও আমার প্যাড , শীল স্বাক্ষরের সঙ্গে হুবহু মিল থাকলেও আমার দেওয়া এই চিঠি নয় । এটা সম্পূর্ণভাবে জাল করা হয়েছে। এরপরে পঞ্চায়েত প্রধান তার স্বাক্ষর পঞ্চায়েত অফিসের প্যাড এবং শীল জাল করার একটি নতুন করে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হতেই ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত পুরাতন মালদা থানার অধীনস্থ কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে। পুলিশ জানতে পারে, এই ঘটনার মূল কান্ডারী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট থানারই সিভিক ভলেন্টিয়ার বিমল সরকার। এরপরই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিলেজ পুলিশ হিসাবে একজন কর্মরত ছিলেন। তিনি শিক্ষকের চাকরি পেয়ে যাওয়ার পর বিমল সরকারকে সিভিক ভলেন্টিয়ার থেকে ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিলেজ পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর নতুন করে অভিযুক্তের এক সহকর্মীকে ভিলেজ পুলিশের দায়িত্ব দিতেই গোলমালের সূত্রপাত হয়। অভিযুক্ত বিমল সরকার মনে করে পরিকল্পনা করে তার চার সহকর্মী ভাবুক গ্রামের ভিলেজ পুলিশ থেকে সরিয়ে তাকে পুরাতন মালদা সিভিক ভলেঃটিয়ার করিয়েছে। এনিয়ে শুরু হয় শত্রুতা। সেই পুরনো ৪ সহকর্মীকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা নিয়েই অভিযুক্ত বিমল সরকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্যাড, সই , স্বাক্ষর শীল করে পুলিশ সুপারের কাছে বেআইনি কাজকর্মের বিষয়ে চিঠি লিখে জানান।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর জাল করা অভিযোগে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার বিমল সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ এবং প্রিন্টার উদ্ধার হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। চারজন সহকর্মীর সঙ্গে পুরনো শত্রুতার জেরেই বদলা নিতেই এই অপকর্ম ঘটিয়েছিল ধৃত বিমল সরকার। তবে এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।




## বাগনান হাওড়া লোকাল ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত হয়ে বিপত্তি

**কলকাতা ঃ** লোকাল ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত হয়ে বিপত্তি। বাগনান হাওড়া লোকাল আজ সকালবেলা ১৪ নম্বর প্লাটফর্মে ঢোকার আগে । ১২ কোচের লোকাল ট্রেনটি পেছনের দিকের চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া স্টেশনে একেবারে মুখে চাঁদমারি ব্রিজের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে, তবে হতাহতর কোন খবর নেই ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা চলে এসেছেন ।এবং সে ক্ষেত্রে ১৪ নম্বর প্লাটফর্ম দিয়ে কোনরকম ট্রেন চলাচল করছে না বাকিগুলো দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে স্বাভাবিকভাবেই এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই বগিটিকে লাইনে তোলার কাজ চলছে। তবে অফিস টাইমে এই বিপত্তি জেরে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে তার ফলে অফিসযাত্রীরা পড়েছেন সমস্যায়।

## কুলটির থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ধৃত ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া একটি দলের ৭ জন সদস্য

**কলকাতা ঃ** কুলটির থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ধৃত ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া একটি দলের ৭ জন সদস্য। পুলিশ সূত্রে খবর মঙ্গলবার রাত্রি আটটা পনেরো নাগাদ পুলিশ ভ্রাম্যমান ডিউটি করার সময় বিশেষ সূত্রে খবর পায় কুলটির কদোভিটা পুরানডি গ্রামের মাঠে ১০ জনের একটি দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। যাদের কাছে কিছু ধারালো অস্ত্র সহ তিনটি মোটর বাইক রয়েছে। এরপর পুলিশের মোবাইল গাড়িটি আরো একটি মোবাইল গাড়ির সাথে যুক্ত হয়ে সন্দেহভাজন ওই দলটিকে ধাওয়া করে। তবে পুলিশের তাড়া খেয়ে দলটি পালাতে চেষ্টা করলেও পুলিশ সাতজনকে ধরে ফেলে। যাদের নাম যথাক্রমে মনোজ সোরেন(৩৫),শান্তিময় দাস(৩৭) কিশোর মুর্মু(৩০) পীযুষ পাশওয়ান(২২) আশীষ কুমার(৩১) ধর্মেন্দ্র সাউ(৩০) ও মহেশ চৌহান(২৮) ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি মোটর বাইক সহ একটি ভোজালি একটি ধারালো ছুরি,একটি লোহার রড একটি লোহার চেন একটি বাঁশের লাঠি ও একটি লাইলন দড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা পুলিশি জেরায় স্বীকার করে তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের বুধবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়!!ঘটনার তদন্তে কুলটি থানার চৌরঙ্গীফাঁড়ির পুলিশ!!

## মদ্যপ অবস্থায় আটক পুল কার চালক। অল্পের জন্য রক্ষা পেল খুদে পড়ুয়ারা

**কলকাতা ঃ** মদ্যপ অবস্থায় আটক পুল কার চালক। অল্পের জন্য রক্ষা পেল খুদে পড়ুয়ারা। বুধবার সকালে এমনই ঘটনার সাক্ষী রইল দুর্গাপুরের এলাকার বাসিন্দারা। পুলকার অ্যাসোসিয়েশন এর তৎপরতায় ওই মদ্যপ গাড়ি চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা বুধবার সকালে দুর্গাপুরের ফুলজোর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের। করঙ্গ পাড়ার বাসিন্দা এক গাড়িচালক পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে আসেন পুল কার চালিয়ে। তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলকার এসোসিয়েশনের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও ট্রাফিক পুলিশকে খবর দেয়। মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা এসে তাকে পরীক্ষা করে মদ্যপ অবস্থায় পায়। দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়া হয়। পুলিশ ওই মদ্যপ চালককে আটক করেছে।

## আসানসোল পৌরনিগমের এক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এক প্রমোটারের বিরুদ্ধে

**আসানসোল ঃ** আসানসোল পৌরনিগমের এক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এক প্রমোটারের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের হিরাপুর থানার ইসমাইলের গুরুনানক পল্লীতে। সোমবার রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।যদিও সেই সময় ওই ইঞ্জিনিয়ার বাড়িতে ছিলেন না।তার পরিবারের সদস্যরা ছিলেন।এই ঘটনার পর হীরাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ অধিকারী। এই নিয়ে আতঙ্কিত আসানসোল পুরোনিগমের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা।।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ অধিকারী জানান আশিস প্যাটেল নামক এক প্রোমোটার যে ঊষাগ্রামে যে প্রোমোটিংয়ের কাজ করছিল তাতে নিয়ম না মেনে করার জন্য তাকে ফাইন করা হয়েছিল। সেই ফাইনের টাকা মুকুব করার জন্য রাত্রে বেলায় তার বাড়িতে রীতিমতো হামলা চালায় বলে তার অভিযোগ।ঘরে তার স্ত্রী ছিলেন তিনি অনেকটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।আসানসোল পৌরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান যে করেছে এটা অন্যায় করেছে।আমরা পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি।যদিও ওই প্রমোটার আশীষ প্যাটেলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।এমনকি তাকে ফোন করা হলে ফোন বন্ধ ছিল।

## কোচবিহার থেকে কলকাতা ইনসাফ যাত্রা শুরু

**কলকাতা ঃ** কাজ ও শিক্ষার অধিকার বুঝে নাও, দুর্নীতিবাজ, দাঙ্গাবাজ হঠাও, দেশ বাঁচাও, রাজ্য বাঁচাও এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩ নভেম্বর কোচবিহার থেকে কলকাতা ইনসাফ যাত্রা শুরু করেছে বামপন্থী যুব সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন DYFI। মঙ্গলবার ৩৩ দিন অতিক্রান্ত করে সেই ইনসাফ যাত্রা প্রবেশ করল মেদিনীপুরে। রাজ্য জুড়ে ইনসাফ যাত্রার সমর্থনে এদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চকে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে একটি ইনসাফ সভার আযজেন করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন DYFI এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী।




## আজকের দিনটি



**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

# পুরাতন মালদার মাধাইপুর এলাকার বেহুলা নদীর মাঝ বরাবর মাটি দিয়ে চলাচলের আস্ত রাস্তা তৈরি করে ফেলা হয়েছে, আর যার ফলে ওই নদীর জল এখন সঠিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না



**মালদা ঃ** পুরাতন মালদার মাধাইপুর এলাকার বেহুলা নদীর মাঝ বরাবর মাটি দিয়ে চলাচলের আস্ত রাস্তা তৈরি করে ফেলা হয়েছে, আর যার ফলে ওই নদীর জল এখন সঠিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না রীতিমতো আস্ত বেহুলা নদী এখন কোথাও শুকনো মাঠ আবার কোথাও কচুরিপানার ঢেলাই ভরে উঠেছে কে বা কারা নদীর মাঝে মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করেছে, সেই সম্পর্কে জানা নেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের এইরকম পরিস্থিতিতে বেহুলা নদীর ভারসাম্য যে ধীরে ধীরে হারাতে বসেছে তা নিয়ে উদাসীন মালদার পরিবেশপ্রেমীরা।
যদিও জেলা তৃণমূল নেতৃত্বে অভিযোগ বিগত দিনে মালদা জেলা পরিষদ থেকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কাজও শুরু হয়েছিল জোর কদমে। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দাওয়াই বেহুলা নদী সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।
তৃণমূলের এই অভিযোগ কে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা তিনি বলেন ১০০ দিনের কাজের নামে অনেক টাকা নয় ছয় করেছে শাসক দল তৃণমূল বেহুলা নদীর আজ দুর্দশার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার।
বলাবাহুল্য মালদার ঐতিহ্যবাহী নদী গুলির মধ্যে বেহুলা নদীর অন্যতম পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে রয়েছে এই বেহুলা নদী টি যা শাখা নদী হয়ে মহানন্দায় মিশে গিয়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেহুলা নদী সংস্কার না হওয়ার বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে। এখন এই বেহুলা নদীর সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড গড়ে উঠেছে যার ফলে ওই এলাকার জায়গার দাম হু হু করে বাড়ছে একশ্রেণীর মাটি মাফিয়ারা এখন নদী বুজিয়ে জায়গা দখল করতে চাইছে বল অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকার বেহুলা নদীর এক অংশ পারাপারের জন্য মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে, যেখান দিয়ে সহজেই অনেকেই যাতায়াত করছেন আর নদীর মাঝে মাটির সরু আল এর মত রাস্তা হয়ে যাওয়ার কারণেই জল নিয়মিত প্রবাহিত হচ্ছে না ফলে একদিকে যেমন শুকনো মাঠে পরিণত হয়েছে অপরদিকে নদীর জল থেমে থাকার কারণে কচুরিপানা জঞ্জালে ভরে গিয়েছে।
মালদা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন এই ধরনের কাজ যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বেহুলা নদীর ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে একসময় এই নদী অনেকটাই বড় ছিল এখন হাই ড্রেনের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোথাও কোথাও মাটি মাটি ফেলে নদীর মধ্যে সরু আল এর মত যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য মার খাচ্ছে। নদী থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে অবিলম্বে বেহুলা নদীর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।
মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন কয়েক বছর আগে যখন আমি সভাধিপতি ছিলাম তখন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন মালদার বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার কারণেই মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যায় সে সময় নদীর অনেকটাই কাজ হয়েছিল এই নদীর আজকে বেহাল পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র সরকার দায়ী।
যদিও এ ব্যাপারে পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা জানিয়েছেন বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ বহুদিন আগেই নেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত যা তা হয়নি, যে কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

## তিন রাজ্যে বিজেপির জয়, ব্যান্ড পার্টি নিয়ে বিজয় মিছিল করলো বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা

**উত্তর দিনাজপুর ঃ**৩ রাজ্যে বিজেপির জয়, উল্লাস শুরু বাংলার জেলায় জেলায়।তিন রাজ্যে বিজেপি জয়ী হওয়ায় মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে ব্যান্ড পার্টি নিয়ে বিজয় মিছিল করলো বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।এদিন ইসলামপুর শহরে বিজেপি দলীয় কার্যালয় থেকে এই বিজয় মিছিল বের করে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। বিজয় মিছিলটি ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করার পরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত করা হয়।গেরুয়া দাপটে কার্যত ফিকে হয়ে গিয়েছে বিরোধীরা।জেলায় জেলায় চলছে গেরুয়া আবিরের খেলা। সেই সঙ্গে চলছে মিষ্টি মুখ। এদিন বিজেপির নেতা, কর্মীরা একাবারে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আনন্দ বিনিময় করলেন।

## জলপাইগুড়ি পৌরসভার তরফে শুরু হলো পুরোনো ও বেআইনি ব্যানার পোস্টার ছেঁড়ার কাজ

**জলপাইগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ি পৌরসভার তরফে এবার পুরোনো ও বেআইনি ভাবে লাগানো ব্যানার পোস্টার ছেড়ার কাজ শুরু করা হলো।পৌরসভা সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের বারবার দৃশ্য দূষণ হচ্ছে শহরে এই ব্যানার বা পোস্টার লাগানোর ফলে।তাই সেগুলো যাতে শহরে আর না থাকে তার কথা চিন্তা করে আজ থেকেই সেই ব্যানার পোস্টার গুলো ছেড়ার কাজ শুরু হয়েছে। ব্যানার পোস্টার গুলোর মধ্যে ছিল শুভেচ্ছা বার্তা, বিভিন্ন স্কুলের বিজ্ঞাপন, খাবারের বিজ্ঞাপন। পৌরসভার অনুমতি ছাড়া যারা এই সমস্ত ব্যানার পোস্টার লাগিয়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই সমস্ত ব্যানার পোস্টার ছেড়ার কাজ শুরু করলো পৌরসভা। আজ থেকে শুরু হয়ে আগামী কয়েক দিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যানার পোস্টার ছেড়ার কাজ হবে বলে পৌরসভা সূত্রে খবর।ইতিমধ্যেই শহরের পোস্ট অফিস মোড়, কদমতলা মোড়, থানা মোড় সহ ইত্যাদি জায়গায় ব্যানার পোস্টার ছেড়ার কাজ শুরু হয়েছে।এইকাজে পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীরা নিযুক্ত রয়েছেন।

## পুজো মণ্ডপের পর এবার স্টেশনেও সেলফি জোন

**জলপাইগুড়ি ঃ** পুজো মণ্ডপের পর এবার স্টেশনেও সেলফি জোন। সেখানেও রয়েছে থিম। জলপাইগুড়ির টাউন স্টেশনের সেলফি জোনের থিম ইসরোর চন্দ্রযান ৩।চাঁদের দক্ষিণ মেরু প্রদেশে চন্দ্রযান ৩র সফল অবতরণের পর থেকেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সারা ফেলে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই সফলতা পেছনে ফেলেছে রাশিয়া, আমেরিকা, চীনের মত বিগ বস দেশকেও। আর এতেই গর্বিত ভারতবর্ষ। এবার সেই গর্বিত ইতিহাসকে পাথেয় করে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়ি টাউন এবং রোড স্টেশনে সেলফি জোন করলো রেল বিভাগ।এখন সেলফি তোলা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছেছে।বেড়াতে গেলে তো বটেই, এমনিতেও মোবাইল সামনে নিয়ে যে কোনও জায়গায় নানা ভঙ্গিতে সেলফি তুলতে ব্যস্ত থাকে নতুন প্রজন্ম। তবে শুধু এই প্রজন্ম বললে ভুল হবে, বয়স্করাও আজকাল সেলফির নেশার শিকার।এবার সেই ক্রেজকেই কাজে লাগিয়ে রেল বিভাগের মাধ্যমে ভারতের বিজ্ঞান চর্চার সাফল্য তুলে ধরা হচ্ছে। আর ইদানিং কালে দেশের বড় সাফল্য হিসেবে চন্দ্রযান ৩ লঞ্চের ঘটনাই দেশবাসীর মনে গেঁথে রয়েছে। স্টেশনের মাঝে বানানো চাঁদ এবং চাঁদের মাটিতে বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের সামনে এখন থেকেই নিজস্বী তুলতে দেখা গেল স্কুল পড়ুয়া থেকে কর্মরত গর্বিত ভারতীয়কে।শহরের একটি স্কুলের শিক্ষার্থী কবিতা রায় জানান, আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাফল্য আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে। শহরের মধ্যে থাকা রেল স্টেশনের মধ্যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাফল্য তুলে ধরে সেটাকে সেলফি জোন বানানো সত্যি সারপ্রাইজিং। সেলফির ব্যকগ্রাউন্ড যদি দেশের সাফল্য বর্ণনা করে তাহলে আমার বা আমাদের ছবি স্যোশাল মিডিয়ায় দেখে তারাও দেশের এই সাফল্যকে সেলিব্রেট করবে। রেল বিভাগের এই উদ্যোগে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী স্টেশনে এসে দেখেছেন এবং নিজেদের ছবিও তুলছেন।মানুষের মনের অগোচরেই এই সলেফি জোনটি বিজ্ঞান সফলতাকে জিইয়ে রাখছে তা বললে হয়তো ভুল কিছু হবে না। যেমন, কিরন কিরঙ্গের মত কর্মজীবী কাজে যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। হঠাৎ ওই সেলফি জোনের সামনে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন ওই জায়গাটা। মুখে মুচকি হাঁসি নিয়ে সেলফি জোনে উঠে ঝটপট তুলে নিলেন কিছু নিজস্বি। তার কাছে গিয়ে কথা বলতে বলতে আধো বাংলায় বললেন, এটা রেলের তরফে খুব ভালো উদ্যোগ। আগে লোকে রেলকে পেছনে রেখে ছবি তুলতেন। এখন চন্দ্রযান এবং চাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। বেশ ভালোই লাগছে। অন্যদের ছবি তোলা দেখে আমিও নিজের ছবি তুলে রাখলাম। এটা একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। অবশ্য স্টেশনে তৈরি এই সেলফি জোন সম্পর্কে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের স্টেশন মাস্টার উমেশ কুমার কোন মন্তব্য করতে চাননি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এটা বানানো হয়েছে বলে মত তার। তবে রেলের এ হেন উদ্যোগ যে বেশ সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খুশি সাধারণ মানুষও।

## নিয়োগ দুর্নীতি মামলা কুন্তল ঘোষ পার্থ মাঝি কৌশিক সেন ও তাপস মন্ডল এর আলিপুর সিবিআর বিশেষ আদালতে সিবিআই এর বিশেষ আদালতে তোলা হল

**কলকাতা ঃ** নিযাগে দুর্নীতি মামলা কুন্তল ঘোষ পার্থ মাঝি কৌশিক সেন ও তাপস মন্ডল এর আলিপুর সিবিআর বিশেষ আদালতে সিবিআই এর বিশেষ আদালতে তোলা হলে তাপস মন্ডল এর জামিনের আবেদন করা হয় ও পার্থ মাঝি কৌশিক সেন নীলারদি ঘোষের বেল পিভিশন জমা করা হয় পরবর্তী কোর্টে হাজির করাতে হবে ১১ ১২ ২০২৩ জেল হেফাজত যে চারজন টিচার বেলমঞ্চে ছিলেন তাদের উপর থেকে এই বেল বন্ড উঠে গেল একমাত্র যেদিনকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে সেই দিন কেই আসতে হবে

## তীব্র ঘূর্ণিঝড় ইতিমধ্যেই ল্যান্ডফল প্রসেস শুরু হয়েছে ১.৩০ নাগাদ। তিন সাড়ে তিন ঘন্টা এই প্রসেস চলবে

**কলকাতা ঃ** তীব্র ঘূর্ণিঝড় ইতিমধ্যেই ল্যান্ডফল প্রসেস শুরু হয়েছে ১.৩০ নাগাদ। তিন সাড়ে তিন ঘন্টা এই প্রসেস চলবে। এটি বাপাতলা থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে।এর গতিবেগ ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার এবং গার্স্টিং ১১০ কিলোমিটার। পরে এটির অভিমুখ মুখ থাকবে উড়িষ্যার দিকে এবং ধীরে ধীরে শক্তিও কমতে থাকবে।এর ফলে আমাদের রাজ্যে সরাসরি প্রভাব না থাকলেও পাঁচ ছয় সাত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছয় এবং সাত দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ করে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে। এই সিস্টেমের জন্য কোন সতর্কবার্তা নেই। আজ সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে।সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কলকাতা ২৩ এর উপরে উঠে গেছে। ৮ তারিখ থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমবে কিন্তু খুব বেশি তাপমাত্রা কমা সম্ভাবনা নেই।

## নিযাগে দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় আজ ব্যাঙ্কশাল আদালতে পার্থ ঘনিষ্ট বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ভার্চুয়ালি শুনানি

**কলকাতা ঃ** নিযাগে দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় আজ ব্যাঙ্কশাল আদালতে পার্থ ঘনিষ্ট বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ভার্চুয়ালি শুনানি। এই শুনানিতে অর্পিতার আইনজীবী জানান ‐ অর্পিতার ঠিক মত চিকিৎসা হচ্ছে না জানান।বিচারক অর্পিতার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষন কথা বলেন ভার্চুয়ালে এবং জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেন ভার্চুয়ালে।
জেল কর্তৃপক্ষকে বিচারক বলেন ‐ জেলকোর্ড অনুযায়ী অর্পিতার যাবতীয় দায়িত্ব আপনাদের , আপনাদের তরফে যেন কোনো রকম গাফিলতি না হয়, জেল কর্তপক্ষের তরফে অর্পিতার মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হলে বিচারক তা দেখে বলেন একটি খণ্ডন্তত্র ও দাঁতের স্ক্যান করার রেকেন্ডেশন করা আছে ওটা যেন তারাতারি হয়। আমরা জানি শ্ঠড্ড রাজ্যের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে ওখানে সমস্ত রকম চিকিৎসা হবে ।

## বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক ঃ শশী পাঁজা

**কলকাতা ঃ** কলকাতা সব থেকে নিরাপদ শহর। অপরাধের সংখ্যাটা কমেছে। কলকাতা নিজস্ব রেকর্ড শোধরাছে। রাজনৈতিকভাবে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে এবং কলকাতাকে কালীমালিপ্ত করছে, তাদের বলি শহর সব থেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছে অপরাধের ক্ষেত্রে। দিল্লির আইনশৃঙ্খলা দেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো জায়গায় কলকাতা। উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার চলল তবুও অপরাধ কমলো না। একশ দিনের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে বাংলা, কিন্তু সেই টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যারা বহু বেটিদের নিয়ে প্রকল্পের কথা বলেন, তাদের এটা দেখা উচিত।

## সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলো চার জন

**কাঁকসা ঃ** ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার কাঁকসার খাট পুকুর এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।
পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে একটি বাইকে চেপে কাঁকসার শিবপুর থেকে কাঁকসার বাঁশকোপার দিকে যাওয়ার পথে পিছন থেকে একটি ছোট গাড়ি বাইকের পিছনে ধাক্কা মারলে দুই বাইক আরোহী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে।
কাঁকসা থানার পুলিশ ছোট গাড়ির দুই জন ও দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছোট গাড়ির দুই জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।
আহত দুই বাইক আরোহী অজয় বাউড়ি ও চিন্ময় নন্দীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দুজনকে দুর্গাপুরের দুটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কের কোলকাতাগামী গামী রাস্তায় ব্যাহত হয় যান চলাচল।
কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ ছোট গাড়ি ও বাইকটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

## সুপার ডিভিশন ফুটবল খেলার বিতর্কের অবসান,মেয়রের হস্তক্ষেপে খেলা হবে দিবারাত্রি

**শিলিগুড়ি ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য মাঝ পথে বন্ধ করে দিতে হল শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘায় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ।আগামী ১২ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি অনুষ্ঠান।সেই কারণেই মাঝপথে ফুটবল লিগ বন্ধ করার নির্দেশ আসে পুরসভার পক্ষ থেকে। নিরুপায় হয়ে মহকুমা ক্রিড়া পরিষদ ফুটবল খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ফুটবল লিগ বন্ধ হওয়ার পরপরই শুরু হয় জোড় বিতর্ক। রাস্তায় নেমে আন্দোলনের সরব হয় বিজেপি ও সিপিএম। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি ধর্নানায় বসবেন।অন্যদিকে বিজেপি বিধায়কের এমন কর্মকাণ্ডের করা ভাবে সমালোচনা করেন মেয়র বোতাম দেব। অন্যদিকে খেলা বন্ধ হওয়ায় বেশ কিছু ক্লাব এর বিরোধিতা সরব হয়। তবে সব বিতর্কের অবসান ঘটালেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার লীগে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ক্লাবের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরে তিনি তার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, সাময়িকভাবে ফুটবল লিগ বন্ধ হলেও আগামী ২৯ তারিখ থেকে যে ৩৭টি খেলা বাকি রয়েছে তা দিনে ও রাত্রে করা হবে,রাত্রের খরচ বহন করবে শিলিগুড়ি পুরসভা এবং যথাসময়ে সেই খেলাগুলি শেষ করা হবে।। মেয়রের এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব কর্তৃপক্ষরা।

## কিশোরী মেয়ের বক্তব্যের জেরে বাবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

**আলিপুরদুয়ার ঃ** কিশোরী মেয়ের জবানবন্দিতে যাবৎজীবন সাজা পেলেন বাবা। বীরপাড়া থানার অন্ত বারোহাউদা এলাকায় গত ২০১৮ সালে ৩১ মে সকালে এলাকার বাসিন্দা প্রেমা লোবচাঙ সে তার স্ত্রী তাসা মায়া ঘিসিং কে ধারালো খুকরি দিয়ে হত্যা করে ঐ সময় তাদের নয় বর্ষীয় মেয়ে পাশে ছিল সে সমস্ত ঘটনা দেখে চিৎকার করলে আশেপাশে থেকে প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়রা দৌড়ে আসে । এই ঘটনা পর পুলিশ প্রেমা লোবচাঙ কে গ্রেফতার করে এবং তখন থেকে জেল হেফাজতে ছিল প্রেমা । আলিপুরদুয়ার কোর্টের সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার জানান আজ আলিপুরদুয়ার কোর্টে এই মামলার শুনানি হয় এবং কোর্টে দাড়িয়ে তাদের মেয়ে সাক্ষী দেয় ।

## ইলেক্ট্রিকের যন্ত্র ব্যবহার করে গরম জল করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর

**কোচবিহার ঃ** মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকের নিশিগঞ্জ সংলগ্ন রুনিবাড়ি এলাকায় বাপের বাড়িতে এসে ইলেক্ট্রিকের যন্ত্র ব্যবহার করে গরম জল করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর।স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই গৃহবধূর নাম তাপসী বর্মন।বয়স আনুমানিক ২৮ বছর।প্রায় তিন মাস আগে দিনহাটার আম বাড়ি এলাকায় বিয়ে হয়। জানা গেছে রুনিবাড়ি এলাকায় বাপের বাড়িতে এসে মঙ্গলবার সাতসকালে তাপসী বর্মন স্নান করার জন্য ইলেক্ট্রিকের যন্ত্র ব্যবহার করে গরম জল করার সময়ে অসাবধনতাবশত বিদ্যুতস্পিষ্ট হয়।বাড়ির লোকজন তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে তরিঘরি নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়।পুলিশ জানিয়েছে গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

## জোড়া খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় বিজেপির মিছিল

**ময়নাগুড়ি ঃ** ময়নাগুড়ি পৌর এলাকায় মা ও ছেলের জোড়া খুনের ঘটনার তদন্তে এখনো কোনো অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করলো বিজেপি। ঘটনার প্রায় পনেরো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো কেন অভিযুক্ত অধরা সেই বিষয়কে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন বিজেপির টাউন মন্ডল। এদিন একটি মিছিল শুরু হয় দলীয় কার্যালয় থেকে। এরপর সেখান থেকে গোটা ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথসভা করা হয়। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে জোড়া খুনের ঘটনার দ্রুত তদন্তের দাবি সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

## বালি বোঝাই চারটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে নিয়ে আসলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন

**জলপাইগুড়ি।** বালি বোঝাই চারটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে নিয়ে আসলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বেআইনিভাবে বালি পাচারের পথে চারটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে রাজগঞ্জের বিডিও। মঙ্গলবার গজলডোবা তিস্তা ক্যানেল রোড থেকে গাড়িগুলিকে আটক করা হয় রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে । বিডিও প্রশান্ত বর্মন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডাম্পারগুলি ধরেন। গজলডোবা ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানেল রোড দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো বালি ও পাথর বোঝাই ডাম্পার চলাচল করে বলে অভিযোগ। মূলত ওদলাবাড়ি এলাকা থেকে ওই বালি পাথর বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। চারটি ডাম্পারকেই রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে নিয়ে আসেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন যা এর আগে কোনদিনও রাজগঞ্জে দেখা যায়নি। এই নিয়ে সরোগোল পরে যায় গোটা রাজগঞ্জ জুড়ে। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বেআইনিভাবে বালি পাথর পাচারের অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ গজলডোবা এলাকায় বালি বোঝাই চারটি ডাম্পার আটক করা হয়। ডাম্পারের চালকরা ওই বালি নিয়ে যাওয়ার কোনো নথি দেখাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ম মেনে না চললে এধরনের কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে বিডিও জানান।

## অল ইন্ডিয়া সিভিল ডিফেন্স ডে পালন করা হচ্ছে জলপাইগুড়িতে

**জলপাইগুড়ি ঃ** অল ইন্ডিয়া সিভিল ডিফেন্স ডে পালন করা হচ্ছে জলপাইগুড়িতে।এই উপলক্ষে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরা। যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ও সিভিল ডিফেন্সের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাসক শামা পারভিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন সরঞ্জামের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সারা বছর ধরে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় যেসব বিপর্যয় ও দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা গিয়ে কিভাবে উদ্ধার কাজ করেন তা প্রদর্শনীর মাধ্যমে করে দেখানো হয়।

## শিলিগুড়ি জলপাই মোড় সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ির জলপাই মোড় সংলগ্ন এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। বুধবার সকালে তিনি জলপাই মোড় সংলগ্ন বাজার এলাকা ঘুরে দেখেন। জানা গিয়েছে ওই এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করা হবে। তবে মেয়র জানিয়েছেন এই কাজের জন্য কোনো ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হবে না,কিছুটা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ীদের পিছিয়ে দিয়ে রাস্তা সংস্কার করা হবে, সেখানে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে নিয়ে সেরকম কোনো মন্তব্য করতে চাননি মেয়র,তবে তিনি বলেছেন শিলিগুড়িতে ১২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান হতে চলেছে।

## মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের আগে জেলাশাসক আলিপুরদুয়ারে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন

**আলিপুরদুয়ারঃ** মুখ্যমন্ত্রী সভাস্থল পরিদর্শন করল জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। আগামী নয় ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী দশ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে প্যারেড গ্রাউণ্ড ময়দানে চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রস্তুতি চলছে। বুধবার প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করেন জেলাশাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

## ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে ফের মৃত্যু শ্রমিকের

**জলপাইগুড়ি ঃ** বাড়তি উপার্জনের জন্য ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে ফের মৃত্যু হলো শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম রমেশ রায়। তিনি ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ঝাড় আলতাগ্রামের জমাদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জানা গেছে, ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জমাদারাপাড়া এলাকার বাসিন্দা রমেশ রায় প্রায় দশ বছর ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। প্রায় আট মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়িতে কিছুদিন থেকে ফের পুনের লুনাওয়ালাতে গিয়েছিলেন কাজে। কিন্তু গতকাল কাজ করতে গিয়ে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। ঘটনায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় রমেশের। গতকাল বিকেলে ফোন মারফত সেই খবর পান রমেশের দাদা। সেখানে থাকা ঠিকাদার দেহ বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছেন বলে জানা গেছে। মৃত রমেশের বাড়িতে স্ত্রী, তিনজন মেয়ে ও বাবা মা রয়েছে। এলাকায় কাজ নেই তাই বাড়তি উপার্জনের জন্য রমেশ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। আর ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, ভিন রাজ্যের কাজে গিয়ে গত একবছরে আমাদের এলাকার অনেকের মৃত্যু হলো। এখানে কাজের ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এইরকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না।

## সম্পাদকীয়

# ম্যাজিশিয়ান মোদির শ্রেষ্ঠ মায়াজাল

কর্ণাটক হারানোর পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুব একটা নিশ্চিন্তে ছিলেন না। কংগ্রেসের মাথাচাড়া দেওয়া, বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের ক্রমাগত ঝাপটার মধ্যে উটকো বিপত্তি হিসেবে হাজির হয় কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব জোড়া অভিযোগ। এ অবস্থার মধ্যে বসন্ত সমীরণ হয়ে হাজির মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের বিজয়আখ্যান। নরেন্দ্র মোদির কাছে বছরের শেষটা এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতো না। এই আবেশে মাখামাখি হয়ে তিনি নতুন বছরকে আবাহন করবেন। ২০২৪ তাঁর হ্যাটট্রিকের বছর। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই যে তৃতীয়বার শপথ নেবেন, সেই আগাম ঘোষণা মোদি করে দিয়েছেন। নিজের ক্ষমতার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা না থাকলে এমন বজ্র নির্ঘোষ সম্ভবপর নয়। এই তিন রাজ্যের ফল, সত্যি বলতে কী, সবার সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে। রাজনীতির প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, পণ্ডিতদের ভুল প্রতিপন্ন করে তিন রাজ্যেই বিজেপি বিজয় ধ্বজা উড়িয়েছে। প্রাক্‌নির্বাচনী জরিপগুলোয় চোখ বোলাচ্ছিলাম। কেউ বলেনি বিজেপি তিন রাজ্যেই কংগ্রেসকে বেবাক করে দেবে! ভোটপরবর্তী বুথফেরত সমীক্ষাগুলোতেও চোখ বোলাচ্ছিলাম।

প্রতিটি সমীক্ষক দল ছত্তিশগড় দিয়েছে কংগ্রেসকে। ৯টির মধ্যে পাঁচ সমীক্ষক মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জয় দেখেছিল, চারজন বলেছিল কংগ্রেসের পাল্লা ভারী। রাজস্থান নিয়ে সবাই বলেছিল, লড়াই সমানে সমানে, যদিও বিজেপি সামান্য এগিয়ে। অথচ গণনা কী দেখাল? তিন রাজ্যেই কংগ্রেস হেঁটমুন্ড! বিজেপি জিতল ছেলেখেলা করে! মধ্যপ্রদেশে দুইতৃতীয়াংশ ভোটে, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে নাস্তানাবুদ করে, রাজস্থানে সম্মানের সঙ্গে। ভোট রাজনীতির এমন অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স সমকালীন ভারতে অদৃশ্যপূর্ব! ম্যাজিশিয়ান মোদির এটাই সম্ভবত ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ মায়াজাল! বিস্ময়কর বিহ্বলতায় কংগ্রেস আচ্ছন্ন। অন্যরাও। মায়াবতী বলেছেন, তিন রাজ্যের এই ফল একপেশে, মানা কঠিন, মানুষের মনে সন্দেহ জাগাবে। বিধ্বস্ত কংগ্রেসিদের কারও কারও মন্তব্যেও সেই ইঙ্গিত। যেমন মধ্যপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং। তিরটা ইভিএম কারচুপির দিকে ধাবিত। যদিও মুখে বলছেন, সবকিছু আরও খতিয়ে দেখতে হবে। হেঁয়ালি সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রদেশেই। কেননা, সেখানে বিজেপির ভোট বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ! সর্বকালীন রেকর্ড! কংগ্রেসের কমলনাথের দেড় বছরের সংক্ষিপ্ত শাসন বাদ দিলে গত দুই দশকের মধ্যে সাড়ে আঠারো বছর সেখানে বিজেপি ক্ষমতায়। মুখ্যমন্ত্রী এক ও অদ্বিতীয় শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর বিকল্প সন্ধানে মোদি এবার দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। তাই প্রচারে তাঁকে আমল দেননি। রাজ্যটা ধরে রাখতে তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ সাত সংসদ সদস্যকে বিধানসভায় ভোট লড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই রাজ্যে বিজেপি যে সাড়ে ৭ শতাংশ ভোট বাড়তি পেয়ে রেকর্ড গড়তে চলেছে, তার কোনো আন্দাজই কোনো রাজনৈতিক পণ্ডিতই পেলেন না! এমনকি মোদি অনুগত গোদি মিডিয়াও নয়! এটাই ঘোরতর বিস্ময়! ভোটবিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদব যথার্থই বলেছেন, 'ঘুষঘুষে জ্বর ধরতে গেলে থার্মোমিটার লাগে। ১০৪ ডিগ্রি জ্বরের আন্দাজ কপালে আঙুল ছোঁয়ালেই মালুম হয়। মধ্যপ্রদেশে সাড়ে ৭ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি ধুম জ্বরেরই শামিল। অথচ কেউ তার হদিস দিতে পারল না!' বিস্ময় আছে আরও। আগের তুলনায় তিন রাজ্যের কোথাও কংগ্রেসের ভোট শেয়ার কিন্তু মারাত্মকভাবে কমেনি। মধ্যপ্রদেশে গতবার কংগ্রেস পেয়েছিল ৪০ দশমিক ৮৯ শতাংশ ভোট, এবার ৪০ দশমিক ৪০ শতাংশ। রাজস্থানে পেয়েছিল ৩৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, এবার ৩৯ দশমিক ৩০। ছত্তিশগড়ে পেয়েছিল ৪৩ শতাংশ, এবার ৪২ দশমিক ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রবল হাওয়া সেই অর্থে কোনো রাজ্যেই ছিল না। অথচ মোদি ভেলকি দেখিয়ে গেলেন! তিন হিন্দিভাষী রাজ্য ছাড়া ভোট হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানা ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের মিজোরামেও। তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের সান্ত্বনা পুরস্কার। জয়ও কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই জয় আঞ্চলিক শক্তির বিরুদ্ধে। বিজেপিকে হারিয়ে নয় বরং বিজেপি সেখানে শক্তি বাড়িয়েছে। গতবার একটি আসন জিতেছিল। এবার আটটি। মিজোরামেও বিজেপির আসন ১ থেকে বেড়ে ২ হয়েছে, কংগ্রেসের ৪ থেকে কমে ১। সেখানে মাথা তুলেছে নতুন আঞ্চলিক শক্তি।

# কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের প্রথম আইনে সম্মত ইইউ

চোহারা শনাক্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে ৩৬ ঘণ্টার বেশি সময় বিতর্কের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো এই আইনে প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছে। অবশ্য এটাই এই আইনের চূড়ান্ত পরিণতি নয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে প্রথম আইন তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক চুক্তিতে একমত হয়েছেন ইইউ সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং আইনপ্রণেতারা।

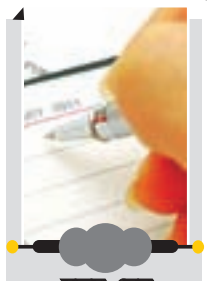

সুভম সেন
প্রাবন্ধিক

ইইউ সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং আইনপ্রণেতারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক চুক্তিতে একমত হয়েছেন। বিশ্বে এটিই হবে এমন প্রথম আইন। এই যুগান্তকারী চুক্তির লক্ষ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে চ্যাটজিপিটি এবং সরকারের বায়োমেট্রিক নজরদারিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মতো বিষয়ও।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মতে নতুন চুক্তিটি বিশ্বের প্রথম এআই আইন হিসাবে একটি নজির স্থাপন করেছে। এমন আইনে প্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করা অঞ্চলও হতে চায় ইইউ। ইইউ কমিশনার থিয়েরি ব্রেটন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছেন, ঐতিহাসিক! ইইউ প্রথম মহাদেশ হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য সুস্পষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন শুধু একটি নিয়মের সংকলন নয়। বরং এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্টার্টআপ এবং গবেষকদের জন্য বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌঁড়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি লঞ্চ প্যাড হিসাবে কাজ করবে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লেয়েন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইনের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, মানুষ ও ব্যবসার নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকারের জন্য এটিই বিশ্বব্যাপী প্রথম।

ইইউ রাষ্ট্রগুলোর একমত হওয়া নিয়ে নিশ্চিতভাবেই উদ্বিগ্ন হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন কোম্পানি। পাস হলে এই আইন বিশ্বের নানা প্রান্তে এরই মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা করতে থাকা অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

**চেহারা শনাক্তে এআই**

২০২১ সালে প্রথম নিয়মের খসড়া তৈরি করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক মান নির্ধারণ করে ইইউ।সবশেষ চুক্তিটি হয়েছে প্রায় ২৪ ঘণ্টার বিতর্ক এবং তারপর আরো প্রায় ১৫ ঘন্টা আলোচনার পর।

চেহারা শনাক্তকরণ নজরদারির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ছিল বিতর্কের কেন্দ্রে এবং এ নিয়েই সবচেয়ে জোরালো বিতর্ক হয়েছে।

চুক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে এবং তা না করা হলে সাড়ে তিন কোটি ইউরো বা প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক রাজস্বের সাত শতাংশ জরিমানার মতো গুরুতর দণ্ডের বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্রুতই এই আইন চূড়ান্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। ব্রাসেলস আশা করছে, ২০২৫ সালের মধ্যে আইনটি কার্যকর করা হতে পারে।

**বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ**

ইউরোপের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে এমন এক সময়ে আলোচনা হচ্ছে, যখন ওপেনএআই এর মতো কোম্পানিগুলো তাদের নানা প্রকল্পের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। গুগলের সত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট বৃহস্পতিবার জেমিনি নামের একটি নতুন এআই মডেল প্রকাশ করেছে।

বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সুবিধার ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে।

অক্টোবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এআই নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। আগস্টে চীনও একই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

ইইউ এর আলোচনায় এই বিষয়টিও উঠে এসেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত নিয়ম এবং বিধি আরোপ করা হলে জার্মানির আলেফ আলফা বা ফ্রান্সের মিস্ট্রাল এআই এর মতো ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ইইউ এর বিতর্কেও।

# পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের বাণী বদলে গাওয়ায় সমালোচনার ঝড়

**পায়েল সামন্ত**

বদলে ফেলা হলো রবীন্দ্রনাথের গান। কবিগুরুর লেখা বাণী বদলে গাওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীত হিসেবে। আর তাতেই তৈরি হয়েছে ক্ষোভ, উঠেছে প্রশ্ন।

নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী বদলে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গাওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীত হিসেবে, আর তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষেরা।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন তার কালজয়ী গান। সেই রবীন্দ্রসংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।' এই গানকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়েছে কয়েকটি শব্দ বদলে।

**রবি গানে বদল**

গানের বাণীতে আছে বাঙালি। রাজ্য সংগীতে সেটা হল বাংলা। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে গাওয়া হয়

গান গাইবার আগে দর্শকদের উঠে দাঁড়াতে বলা হয়। তারপর যে গান বিশিষ্ট শিল্পীরা পরিবেশন করেন, তা সুরেকথায় একেবারে সেই চেনা রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু বদল শুধু শেষ স্তবকে।

মূল গানে থাকা 'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা' এবং 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন' অংশটিকে 'বাংলার পণ, বাংলার আশা', 'বাংলার প্রাণ, বাংলার মন' করে গাওয়া হয়েছে বলে রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন উৎসবের জমাটি আবহে সেভাবে নজর কাড়েনি। পরে তা নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা।

গানটির পরিবেশনায় ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং গায়ক ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, ইমন চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য, অদিতি মুন্সীরা। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

**বদলের প্রস্তাব**

কয়েকমাস আগে এ ধরনের পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব শোনা গেছে। বদল করা যায় কি না, সেটা জানতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বিভিন্ন স্তরে এই নিয়ে আপত্তি থাকায় পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয়, গানটির শব্দে পরিবর্তন আনা হবে না।

৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় রাজ্য সংগীত সংক্রান্ত বিল পাশ হয়। গত সোমবার বিধানসভা মিউজিয়ামে উদ্বোধনের সময় এই গান গাওয়া হয়েছিল। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে এই গান পরিবেশিত হওয়ার পর তা নিয়ে চলছে সমালোচনা।

মুখ্যমন্ত্রী বলার পরও কীভাবে পরিবর্তিত গানকে রাজ্য সংগীত হিসেবে গাওয়া হল, তা নিয়ে বিস্ময় ও প্রশ্ন জেগেছে। গানের শিল্পীরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট উত্তর দেননি। কেউ বলেছেন কী গেয়েছেন মনে নেই! আবার কারো বক্তব্য, কাগজে যা লেখা

ছিল, তাই গেয়েছেন!

**কঠোর প্রতিক্রিয়া**

ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলার সংগীত ও সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষেরা। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার বলেন, ''এটা অপকর্ম। ক্ষমতার অপব্যবহার যেই করেছে, তাদের আমি তীব্র ধিক্কার জানাই। ইতিহাস নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। এই গানে রবীন্দ্রনাথ কথা লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। এটা বদল করা যায় না।''

বিশ্বভারতীর আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রবি ঠাকুর গান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা পছন্দ করতেন না। সেটা তিনি নিজেই বলেছেন। তার পরও এই পরিবর্তন কাম্য নয়।''

শিল্পী ও গবেষক শুভেন্দু মাইতি বলেন, ''রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বদলে গাওয়া এক ধরনের রাষ্ট্রীয় ঔদ্ধত্য। সকলের প্রতিবাদ করা উচিত। যে শিল্পীরা এই গান গাইলেন, তারা কেন প্রতিবাদ করলেন না? তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। দেড়শো বছর ধরে বাঙালি রবীন্দ্রনাথের গান শুনছেন, গাইছেন। ভোটে জিতেছি বলে সেটা পাল্টে দিতে পারি না।''

**প্যারোডি পরম্পরা**

অবশ্য পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, কিন্তু প্যারোডি তৈরি ও বাণীর ইচ্ছেমতো পরিবর্তন কি এক?

সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন, ''এই পরিবর্তনকে আমি সমর্থন করি না। রবীন্দ্রনাথের গান নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল পরিবর্তন করে প্যারোডি করেছিলেন। কিন্তু সেটা প্যারোডিই ছিল। তার মাধ্যমে কখনো বার্তা দেওয়া হত, কখনো বা নিছক ব্যঙ্গ বা হাস্যরস তৈরির চেষ্টা থাকত। রবীন্দ্রনাথের গানের শব্দ বদলে দিলে সেটা রবীন্দ্রসংগীত থাকে না। তা হলে রাজ্য সংগীতের জন্য নিজেদের গান তৈরি করতে হতো।''

**রবীন্দ্র থেকে নজরুল**

সম্প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের গানে পরিবর্তন করায় সমালোচনার মুখে পড়েন বিখ্যাত ভারতীয় সুরকার এ আর রহমান। একটি ছবিতে 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটি ভিন্ন সুর সংযোজনায় ব্যবহার করা হয়। তীব্র প্রতিবাদ জানান শিল্পীদের একাংশ। পরে ভুল স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশ করেছে ছবির নির্মাতারা।

কবিগুরুর সৃষ্টি আর এখন স্বত্বের অধীন নয়। তা বলে তার যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মাঝেমধ্যেই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক অধ্যাপক রুমা মিত্র বলেন, ''যে কোনো গান তার গীতিকার বা সুরকারের সম্পদ। সৃষ্টিকে বিকৃত করার অধিকার কারো নেই। এটা অনধিকার চর্চা। স্রষ্টা কী ভেবে গানে ওই কথা লিখেছেন, সেটা যারা পরিবর্তন করছেন, তারা কি জানেন? পরিবর্তন করার ফলে কি খুব ভালো জিনিস তৈরি হলো? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে এমন বিকৃতি এড়ানো যায়।''

রবীন্দ্র গানের বদল নিয়ে তেমন প্রতিবাদ অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। আলোচনা পুরোটা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। শুভেন্দু মাইতি বলেন, ''বাঙালি এখন মেরুদণ্ডহীন জাতি। তাদের সব প্রতিবাদ ওই ফেসবুক আর সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রতিবাদ করতে বাড়ির বাইরে বেরোতে হয় না, রাস্তায় নামতে হয় না।''

## সাময়িকী

# বসনিয়ার যে ক্যাফেতে ডাউন সিন্ড্রোম থাকা মানুষেরা কাজ করেন

বসনিয়ার 'ড্রাগনস হার্ট ক্লাব' ক্যাফেতে ডাউন সিন্ড্রোম থাকা মানুষেরা কাজ করেন। শুরুতে ক্রেতা না পেলেও সামাজিক মাধ্যমে সফল ক্যাম্পেইনের পর সেটি এখন অনেক ক্রেতা পাচ্ছে।

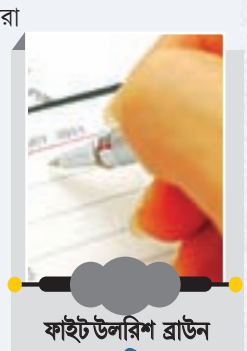

ফাইট উলরিশ ব্রাউন
প্রাবন্ধিক

সাশা সুনিয়াকের কাছে তার চাকরিই সব। তিনি 'ক্লাব স্মায়েভো সারসা' বা 'ড্রাগনস হার্ট ক্লাব' ক্যাফেতে কাজ করেন। সাশার হৃদয়টা একজন যোদ্ধার মতো। কখনও হাল ছাড়েন না, এমনকি কঠিন সময়েও। ''আমার খুব ভালো লাগে, আনন্দ হয়। এখানে কাজ করতে ভালোবাসি, আমার সবসময় ভালো লাগে! কোনো বিশ্রাম না নিয়ে আমি ২৪ ঘণ্টাই কাজ করতে পারবো,'' বলেছিলেন সাশা সুনিয়াক। তার সহকর্মী বরিস কুসুমোভিচ কথা বলতে পারেন না, কিন্তু তাতে সমস্যা নেই। তিনি এমনকি, ক্যাফেতে একটি বিছানা রাখতে চেয়েছিলেন, যেন রাতটা সেখানেই কাটাতে পারেন। তারা দুইজন ভাগ্যবান। বসনিয়ায় এমন ক্যাফে একটিই আছে। স্মায়েভো সারসা এসোসিয়েশনের ওমর ইসোভিচ জানান, ''তাদের চেহারার দিকে তাকালে, তাদের পরিবারের দিকে তাকালে আপনি বুঝবেন যে, এই ক্যাফে তাদের জন্য যেন দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছে। তাদের মাবাবারা বলছেন, তাদের সন্তানেরা আগে কখনও এতটা আনন্দে ছিলেন না।'' তবে প্রকল্পটা শুরুতে ব্যর্থ হতে চলেছিল। কারণ, প্রথম কয়েক মাস অতিথি তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। পাশের ক্যাফেতে অনেকে গেলেও ড্রাগনস হার্টে কেউ যেতেন না। তবে এডিমা এফেনডিচজিনিচ ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি সাশাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। তাই প্রায় প্রতিদিনই সাশার ক্যাফেতে যেতেন। কয়েক সপ্তাহ আগের এক শনিবারে তিনিই একমাত্র অতিথি ছিলেন। ওমর তার ছবি তুলেছিলেন। এডিমা এফেনডিচজিনিচ বলেন, ''আমি জানতাম না, ওমর ছবি তুলেছিলেন। একদিন উনি আমাকে বলছিলেন যে, উনি ক্লাবটা এ মাসের শেষে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেবেন। আমি বলেছিলাম, এমন করতে হবে না। তিনি বলেছিলেন, এভাবে চালানো সম্ভব নয়।'' ওমর ইসোভিচ বলেন, ''বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর সব বদলে যায়! প্রথমে স্থানীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, তারপর জাতীয় গণমাধ্যমে। হঠাৎ করেই সকাল, সন্ধ্যা সবসময় আমরা ক্রেতা পাওয়া শুরু করি। প্রথম দুই, তিন সপ্তাহে টেবিল পাওয়া সহজ ছিল না।''

ওটা অবিশ্বাস্য ছিল। এরপর থেকে খুব ভালো চলছে। ক্রেতারাও প্রশংসা করছেন। এক ক্রেতা বলেন, ''আমি আপনাকে বলছি, এটা অন্যতম সেরা ক্যাফে! খুব পরিস্কারপরিচ্ছন্ন। আর সার্ভিসও উঁচুমানের।'' আরেকজন জানান, ''প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম। আশা করিনি, কিন্তু তাতে কী! আমার মনে হয়, তারা আমাকে ও অন্য অতিথিদের অন্যান্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি সম্মান ও বন্ধুত্বের সঙ্গে সেবা দিয়েছেন।'' এখন অন্য এলাকায়ও এমন ক্যাফে খোলা হচ্ছে।

## জানা অজানা

### মাতাজী আশ্রমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন

আগামী ৭ ই জানুয়ারী রবিবার ২০২৪ শে বেলা এক টায় হাতার মাতাজী আশ্রমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে....

প্রতি বছরের মত বিবেকানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ৭ ই জানুয়ারী ২০২৪ রবিবার বেলা এক টায় মাতাজী আশ্রম হাতাতে বিদ্যালয় স্তরীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।নিচে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলো.....

ক.বিভাগ...এক থেকে পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য....

১.কবিতা আবৃত্তি....যে কোনো কবিতা বাংলা,হিন্দি অথবা ইংরেজিতে।

২.বসে আঁকো প্রতিযোগিতা....প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা গোলাপ ফুল।

খ... বিভাগ....ছয় থেকে আঠ পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য....

১.রচনা....রামকৃষ্ণ পরম হংস দেবের জীবনী।

২.সংগীত...ভক্তি সংগীত।

৩.বসে আঁকো প্রতিযোগিতা...মা সারদা দেবীর ছবি।

গ. বিভাগ....ন থেকে উপরের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য.....

১. রচনা... স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী।

২.সংগীত....দেশভক্তি অথবা ভক্তি সংগীত।

৩.ভাষণ....যুবকদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ।

এই প্রতিযোগিতাতে কোনো প্রবেশ শুল্ক নেই।যে কোনো স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা ভাগ নিতে পারে।প্রতিযোগিতা বাংলা,হিন্দি ও ইংরেজিতে হবে।সফল প্রতিভাগীদের আগামী ১২ ই জানুয়ারী ২০২৪ বিবেকানন্দ জয়ন্তী ও রাষ্ট্রীয় যুব দিবস সমারহে মাতাজী আশ্রমে পুরস্কৃত করা হবে।এই পুরস্কার সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ জামশেদপুরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে এ কথা মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে সবাই কে জানালেন।

## পাঠকের চিঠি

### সমাজে বিয়ে করা কেন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে

সমাজে ও পরিবারে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপাদান বিয়ে। বিয়ের বহুবিধ কল্যাণ থাকলেও আমরা ক্রমেই বিয়েকে করে তুলছি জটিল। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন ছেলে চাকরি পাওয়ার আগে পরিবার তাঁর বিয়ের প্রযোজনীয়তা অনুভব করে না। কারণ, সেই মুহূর্তে ছেলের ক্যারিয়ার বা বিয়ের সামর্থ্য নেই। অপরদিকে একজন ছেলের শিক্ষাজীবন শেষ করে ক্যারিয়ার শুরু করতে তাঁর বয়স হয় ২৮ বা ২৯ বছর। ধরা যাক, ছেলেটি ৩০ বছর বয়সে তাঁর বৈবাহিক জীবন শুরু করলেন এবং ৩১ বা ৩২ বছর বয়সে সন্তানের বাবা হলেন। তাঁর প্রথম সন্তান যখন ১৮ বছরের, তিনি তখন মধ্য বয়সে। সন্তানের বয়স যখন ২৮, পিতা তখন ৬০ বছরের প্রবীণ। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার প্রজন্মগত ব্যবধান। বাবাসন্তানের এই প্রজন্মগত ব্যবধান আঘাত হানছে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ায়, যা কখনোই কাম্য নয়। ৬৩ বছর বয়সে পিতা যখন অবসর গ্রহণ করেন, পুত্রের বয়স তখন ৩০। ফলস্বরূপ পরিবারের ছোট সন্তানদের দায়িত্ব পড়ছে বড় সন্তানদের ওপর। যার ফলে আবারও শুরু হয় সেই মানসিক চাপ আর আর্থিক সামর্থ্যের দুষ্ট চক্রের পুনরাবৃত্তি। মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর। ফলে পরিবারের ছোট সন্তানেরা মাবাবার সান্নিধ্য পাচ্ছেন কম, ক্ষেত্রবিশেষে বঞ্চিতই হচ্ছেন। শিক্ষাজীবন থেকে ক্যারিয়ার শুরুর সময়টায় একজন ছেলে বা মেয়েকে নানা রকম দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, হতাশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তারা এই হতাশা, অনিশ্চয়তা থেকে সাময়িক একটু প্রশান্তি, ভরসা বা নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য ঠুনকো প্রেমের সম্পর্কে জড়াচ্ছে। যা পরবর্তী জীবনে আরও বড় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার মতো ভয়ংকর পথ। অন্যদিকে যৌতুক যেন বিয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুক আদায়ের জন্য যুবসমাজের মধ্যে বিয়েবিমুখ বা দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। — **সমরেশ রায়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ**

**স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা,** দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com**

# বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে এনআরসি প্রধান বাধা কারণ এটা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা হয়নি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**এনআরসি সংক্রান্ত সমস্যার থেকে কিভাবে বেরোনো যায় সেটার গবেষণা চলছে**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** অসমে ভারতীয় নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ নির্ধারণ করা মামলায় রাজ্যে কত বিদেশি রয়েছে এবং সেটা বিতরণের ক্ষেত্রে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে এবার এনআরসি সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্য থেকে বিদেশী বহিস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এনআরসি। কারণ এটা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে এই ভুল এনআরসির সমস্যা থেকে কিভাবে বেরোনো যায় সেটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের গবেষণা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত সুপ্রিম কোর্ট অসমে ভারতীয় নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ কিংবা ১৯৭১, এটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা মামলা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান এই মামলা সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের পাশাপাশি আসু, আমসু, এআইইউডিএফ ইত্যাদি বিভিন্ন দল সংগঠনের শুনানি অব্যাহত রয়েছে। মামলার শুনানি অব্যাহত থাকার মধ্যেই রাজ্যে কত বিদেশি রয়েছে এবং সেটা বিতরণের ক্ষেত্রে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহানগরে আযোজিত এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাংবাদিকরা বিষয়টি উত্থাপন করার পর তিনি হাসিমুখে বলেন এক্ষেত্রে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ যে কোনো সময়ে সেখান থেকে তাকে নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নিজেকে ডাল ভাত খাওয়া ব্যক্তি বলে অভিহিত করে অযথা এক্ষেত্রে জড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে বিদেশি বিতরণ সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য থেকে বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এনআরসি। কারণ যাকেই ধরা হয় সেই বলে যে তার নাম এনআরসিতে রয়েছে। চোখের সামনে এভাবে একটি ভুল এনআরসি প্রস্তুত করা হয়েছে। অত্যন্ত খারাপ ভাবে এনআরসি প্রস্তুত করা বিষয়টি প্রত্যেকের চোখের সামনে হয়েছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে এবার এই ভুল এনআরসির সমস্যা থেকে কিভাবে বেরোনো যায় সেটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের গবেষণা চলছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে মিত্রতা হলো ন্যাচারাল, দলের মধ্যে মিত্রতা না হলেও ভোটারদের মধ্যে মিত্রতা হয়ে যায় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**আজমল এবং কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানুষ একই, মিত্রতা হলে কিংবা না হলেও একই ভোট থাকবে**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** ঠিক একদিন আগে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য ফর দা সেক অফ গড বলে কংগ্রেসের প্রতি কাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। এবার এই কংগ্রেস এআইইউডিএফ মিত্রতা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে মিত্রতা হলো ন্যাচারাল বিষয়। এই দল দুটির মধ্যে মিত্রতা না হলেও ভোটারদের মধ্যে মিত্রতা হয়ে যায়। তাছাড়া আজমল এবং কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানুষ একই। ফলে মিত্রতা হলে কিংবা না হলেও একই ভোট থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার ক্ষেত্রে উপরওয়ালার দোহাই দিয়ে ফের একবার কাতর আহবান জানিয়েছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য ফর দা সেক অফ গড বলে কংগ্রেসের প্রতি কাতর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন এই মিত্রতা হলে রাজ্যে কংগ্রেস ৬ টি আসন দখল করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এই মিত্রতার ফলে কংগ্রেস উপকৃত হবে বলে উল্লেখ করে দলটির প্রতি বারংবার অনুরোধ জানান তিনি। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মহানগরে আযোজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন প্রথম কথাটি হল আজমলকে ভোট দেওয়া মানুষ কিংবা কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানুষ একই। যদি এই দল দুটি মিত্রতা না করে তাহলে সাধারণ ভোটাররা নিজেরাই মিত্রতা করে নেন। অর্থাৎ এক স্থানে একদলকে ভোট দেবে অন্য স্থানে অন্যদেরকে ভোট দেবে। ফলে এই মিত্রতা এক ন্যাচারাল মিত্রতা। কারণ যেই কেন্দ্রে আজমল ভোট পাবেন সেখানে কংগ্রেস ভোট পায় না। আবার যেখানে কংগ্রেস ভোট পায় সেখানে আজমল ভোট পান না কিংবা এআইইউডিএফ ভোট পায় না। এর কারণ এক্ষেত্রে ভোটার একই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## রাজ্যের ৪০ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**মহিলাদের টাকা দিলে এটাই লাভ যে তারা ভালো কাজে সেই টাকা খরচ করবেন**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** মহিলাদের জন্য সুখবর। সেলফ হেল্প গ্রুপে জড়িত রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ মহিলা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাংকের একাউন্টে ১০০০০ টাকা করে পেতে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে সরকারের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মহিলাদের টাকা দিলে এটাই লাভ যে তারা ভালো কাজে সেই টাকা খরচ করবেন।

গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে শুক্রবার নতুনভাবে নিযুক্তি পাওয়া ইঞ্জিনিয়ারদের নিযোগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন রাজ্যের মহিলাদের বিশেষ করে আত্ম সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য এক নতুন পরিকল্পনার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে জড়িত রাজ্যের ৪০ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহিলাদের এই ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে ব্যক্তিগতভাবে গ্রুপ হিসেবে নয়। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে এই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ম নীতি তথা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। এই বিষয়ে রীতি নিয়ম নীতি এখনো প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি।আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে এই বিষয়টি কেবিনেটে চূড়ান্ত রূপ পাবে। এরপর মহিলারা নীতি নির্ধারণ অনুযায়ী ফরম ফিলাপ করবেন। এরপর তারা নিজেদের ব্যাংক একাউন্টে ১০০০০ টাকা করে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হবেন। তবে ৪০ লক্ষ মহিলাকে দশ হাজার টাকা করে দিলেও সরকারের চার হাজার কোটি টাকার প্রযোজন হবে। তবে এটা মানতে হবে যে আত্ম সহায়ক গ্রুপগুলো অত্যন্ত ভালো কাজ করছে। ফলে মহিলাদের এই আর্থিক সাহায্য দিলে এটাই লাভ যে তারা সেটার ১০০ শতাংশ ভালো কাজে ব্যবহার করেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## নতুনভাবে ৩০ হাজার পদে শীঘ্র নিযুক্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো মাশুল নেওয়া হয়নি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**একই পে স্কেলের অধীনে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে শীঘ্রই আইন সংশোধন**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। বর্তমান রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে নানা পর্যায়ে নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন করে তুলেছে রাজ্য সরকার। এবার নতুনভাবে ৩০ হাজার পদে শীঘ্র নিযুক্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো মাশুল নেওয়া হয়নি। তাছাড়া একই পে স্কেলের অধীনে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে শীঘ্রই আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন, পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র সহ একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানে শুক্রবার অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রতিটি অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করার সময় নতুনভাবে ৩০ হাজার পদে শীঘ্র নিযুক্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মা। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরিতে আবেদন করা প্রার্থীদের মাশুল ফিরিয়ে দেওয়া সংক্রান্তে তিনি বলেন এক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবার চাকরিতে আবেদন করা প্রার্থীদের থেকে মাশুল নেওয়া হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন গতবার সরকারি চাকরি না পাওয়া প্রার্থীদের আবেদনের ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর মাশুল ফিরিয়ে দেওয়া যায়নি। কারণ আবেদনকারীর অধিকাংশ সিএসসি সেঃটারের মাধ্যমে চাকরির আবেদন করেছিলেন। এবার পরীক্ষার মাসুল ফিরিয়ে দিলে সেই টাকা শহর কিংবা গ্রামে থাকা সিএসসি সেন্টারের একাউন্টে চলে যাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রার্থীরা সেই টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ প্রার্থীরা নিজের একাউন্ট থেকে চাকরি আবেদনের ক্ষেত্রে টাকা দেননি। এর ফলে এবারের পরীক্ষায় প্রার্থীদের থেকে মাশুল নেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চাকরি না পাওয়া আবেদনকারী প্রার্থীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। সবেমাত্র ৬-৭ কোটি টাকার বিষয়। কিন্তু সমস্যা এখানেই যে সেই টাকা ফিরিয়ে দিলে সেটা প্রার্থীদের হাতে পৌঁছাবে না। সিএসসি সেন্ট্রাল এর কাছে যাবে। এক রাতের মধ্যেই সেই সেন্টারগুলো ৫ লক্ষ ১০ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবে। ফলে এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে একই পে স্কেলের অধীনে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবে পে স্কেল উপরে থাকলে সেক্ষেত্রে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এক বছর কোন বিভাগে কাজ করার পরে একই পে স্কেলে অন্য বিভাগে চলে যাওয়া উচিত নয়। ফলে এক্ষেত্রে আইন সংশোধনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পে স্কেল উপরে থাকলে আবেদন করা সম্ভব হবে। কিন্তু একই পে স্কেলের অধীনে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। এভাবে যদি একই পে স্কেলে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যেতে থাকে তাহলে সরকার শুধুমাত্র পরীক্ষা আযোজন করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সময় যুবক যুবতীরা আপত্তি করেন এটা বলে যে সরকার নিযুক্তি দিয়েছে অথচ একই চাকরি পাওয়া ব্যক্তিরা বারংবার চাকরি পাচ্ছেন। তবে মেধা থাকলে সেটা আটকানো সম্ভব নয়। এর ফলে এই সংক্রান্তে আইন সংশোধন করে নতুন আইন আনা হবে। অন্যথায় বারংবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা তথা নিযুক্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের বহু টাকা অযথা ব্যয় হচ্ছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## টুকরো খবর

### এবার রাজ্যের ভূমিপুত্র অসমীয়া মুসলমানদের আর্থ সামাজিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসভার মোহর

**রাজ্যজুড়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ, ঐতিহাসিক পরম্পরাগত মহিষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নতুন এসওপি**

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতানুগতিক এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মূলত রাজ্যের ভূমিপুত্র অসমীয়া মুসলমানদের আর্থ সামাজিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা এদিন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া রাজ্যজুড়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক পরম্পরাগত মহিষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেবিনেট এর মাধ্যমে সরকারের নতুন এসওপি অনুমোদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই ভূমিপুত্র মুসলমানদের নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছে। বিশেষ করে ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার এই বিষয় নিয়ে অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। সন্দেহযুক্ত অবৈধ নাগরিকদের মাঝখানে ভূমিপুত্র অসমীয়া মুসলমানরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প কিংবা ঘোষণার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন বলে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন মহল মনে করছে। ফলে এবার ভূমিপুত্র অসমীয়া মুসলমানদের আর্থ সামাজিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসং সচিবালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় লোকসেবা ভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে মিডিয়া হলে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিলেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। মূলত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের সবিস্তার জানাতেই আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন রাজ্যের চর অঞ্চল উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ের নাম পরিবর্তন করে সংখ্যালঘু পরিক্রমা এবং চর অঞ্চল সঞ্চালকালয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এবার সংখ্যালঘু পরিক্রমা এবং চর অঞ্চল সঞ্চালকালয় বিভাগের মাধ্যমে ভূমিপুত্র অসমীয়া মুসলমানদের আর্থ সামাজিক মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিশু কিশোর কিশোরীদের জন্য রাজ্য জুড়ে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিযোগ করার জন্য রাজ্য গুলোকে বিশেষ সাহায্যের প্রকল্প ২০২৩-২৪ এর অধীনে শিশু কিশোর এবং কিশোরীদের জন্য গ্রন্থাগার তথা ডিজিটাল পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। তিনি বলেন এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আনুমানিক ২৫৯৭০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ২১৯৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪০০টি পুর বোর্ডে নতুন গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং বই আসবাক ইঃটারনেট সংযোগ থাকা কম্পিউটার ক্রয় করা হবে। এই ব্যবস্থা শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরী রিসার্চ এর সঙ্গে সংযুক্ত করনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঐতিহাসিক পরম্পরাগত মহিষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নতুন এসওপি অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন মরিগাঁও জেলার আহাতগুড়ি, নগাঁও জেলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মাঘ বিহুর সময় পরম্পরাগত ভাবে অনুষ্ঠিত মহিষের লড়াই ইত্যাদি আযোজন করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এক বিষয়ক পদ্ধতি অর্থাৎ এসওপির নীতিগতভাবে কেবিনেট বৈঠকে অনুমোদন জানানো হয়েছে। মূলত অসমীয়া সংস্কৃতির পরম্পরা গত অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক ভাবে আযোজিত মহিষের লড়াইয়ের সময় জীব জন্তুদের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ধরনের নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ না করা এবং তাদের মঙ্গলের ব্যবস্থা আযোজকরা নিশ্চিত করাই এই প্রস্তাবিত এসওপির লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

## ব্যাট হাতে আইরিশ খেলোয়াড়কে মারতে যাওয়ায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ রাজা

**জিম্বাবুয়েঃ** আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফারকে ব্যাট দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন রাজা। দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকায় খেলতে পারবেন না সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। রাজার বদলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন শন উইলিয়ামস। জিম্বাবুয়ের এই অলরাউন্ডারকে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে দুই ডিমেরিট পয়েন্ট। দুই ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ায় রাজার মোট ডিমেরিট পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে চারে। ২৪ মাসের মধ্যে চার ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন রাজা। ঘটনায় জড়িত থাকা দুই আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাম্ফার ও জশ লিটলকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দুজনই পেয়েছেন ১ ডিমেরিট পয়েন্ট, যেটা ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার। রাজা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ব্যাটবলে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ২৮ রানে ৩ উইকেট পাওয়ার ব্যাট হাতে করেছেন ৬৫ রান। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছিল তাঁর হাতে। ২০২৩ সালে সেটি ছিল রাজার নবমবার ম্যাচসেরা হওয়ার ঘটনা, যা এ বছর সব সংস্করণ মিলিয়ে কোনো খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে বেশি। তবে এমন কীর্তি গড়ার সেই ম্যাচে রাজা সমালোচিত হয়েছেন তাঁর উদ্ধত আচরণে। সেই ঘটনার সূত্রপাত জিম্বাবুয়ের ইনিংসের ১৪তম ওভারে। রাজার সঙ্গে তখন ক্রিজে ছিলেন অভিষিক্ত ব্রায়ান বেনেট, বোলিংয়ে জশ লিটল। সেই ওভারে লিটল রাজাকে বারবার স্লেজিং করছিলেন। প্রথম ৪ বল পর্যন্ত রাজা চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম বলে সিঙ্গেল নেওয়ার পথে লিটল মাঝে এসে দাঁড়ালে রেগে যান রাজা। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এ সময় সতীর্থ লিটলের হয়ে রাজার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে ছুটে আসেন ক্যাম্ফার। এতেই মেজাজ হারিয়ে ব্যাট হাতে ক্যাম্ফারের দিকে তেড়ে যান জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক। তাঁকে থামাতে ছুটে আসতে হয় দুই অনফিল্ড আম্পায়ার ফরস্টার মুটিজওয়া ও আইনো চাবিকে। পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিংও। দুই অধিনায়ক আলোচনার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে আবার খেলা শুরু হয়।

# ১২০০ ছুঁলেন রোনালদো, সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড কতদূর

**প্যারিস ঃ** 'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ১২০০তম পেশাদার ম্যাচ খেললেন' সৌদি প্রো লিগের 'এক্স' অ্যাকাউন্টে গতকাল রাতে এ পোস্ট করা হয়। আল নাসরের হয়ে গত রাতে পেশাদার ক্যারিয়ারে মাইলফলকটির দেখা পান রোনালদো। ৪-১ গোলের জয়ে নিজে গোল করার পাশাপাশি একটি গোল করিয়ে মুহূর্তটি স্মরণীয়ও করে রেখেছেন পর্তুগিজ তারকা। অবশ্য এমন সব মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখা রোনালদোর জন্য নতুন কিছু নয়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পেশাদার ক্যারিয়ারে নিজের ১০০০তম ম্যাচেও গোল করেছিলেন রোনালদো। সেটি ছিল জুভেন্টাসের হয়ে এসপিএলের বিপক্ষে ম্যাচে।

স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ২০০২ সালের ১৪ আগস্ট পেশাদার ফুটবলে অভিষেক রোনালদোর। অর্থাৎ পেশাদার ফুটবলে তাঁর প্রায় ২২ বছর হয়ে গেল। এ সময় জাতীয় দলের পাশাপাশি পাঁচটি ক্লাবের হয়ে অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন ৩৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ কিংবদন্তি।

পাঁচবারের বর্ষসেরা এই ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে অন্তত ২০০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন আগেই। জাতীয় দলে সর্বোচ্চ গোলের (১২৮) রেকর্ডও তাঁর। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শীর্ষ স্তরের ফুটবলে ৮০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার রেকর্ডও গড়েন ২০২১ সালে। গতকাল রাতে সেটি ৮৬৮তে উন্নীত হয়েছে। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে তাঁর সর্বোচ্চ ম্যাচ (১৮৩) খেলার রেকর্ডও ভুলে গেলে চলবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, পেশাদার ফুটবলে রোনালদোই কি সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেললেন? সংক্ষেপে উত্তর হচ্ছে, না। তাহলে ছেলেদের পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড কার?

পিটার শিলটন। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপে (১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯০) খেলা সাবেক এই গোলকিপার নটিংহাম ফরেস্টের হয়ে টানা দুবার জিতেছেন ইউরোপিয়ান কাপ। তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ার টিকেছে ৩০ বছর। ১৯৬৬ সালে লেস্টার সিটির হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর আরও ১০টি ক্লাবের হয়ে খেলে ১৯৯৭ সালে লেটন ওরিয়েন্টে থাকতে গ্লাভস তুলে রাখেন শিলটন।

ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি (১২৫) ম্যাচ খেলার রেকর্ডধারী শিলটন তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ১৩৮৭ ম্যাচ খেলেছেন। তবে কোনো কোনো ওয়েবসাইটের দাবি শিলটন ১৩৯০ ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু শিলটন নিজে তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন, তিনি ১৩৮৭ ম্যাচ খেলেছেন। ছেলেদের পেশাদার ফুটবলে আর কেউ এত বেশি ম্যাচ খেলেননি। শিলটন যে ১১টি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন, এর মধ্যে ৫টি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ন্যূনতম ১০০টি করে ম্যাচ।

পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার তালিকায় দ্বিতীয় ফুটবলারটিও একজন গোলকিপার। তবে শিলটনের মতো খ্যাতিমান কেউ নন। তিনি ১৯৮৮ সালে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর এখনো খেলে চলা পল বাস্টক। এখন খেলছেন আধা পেশাদার দল বোস্টন ইউনাইটেডে। ২০টির বেশি ক্লাবে খেলা বাস্টক এ পর্যন্ত ১২৮৬ ম্যাচ খেলেছেন বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস'। শীর্ষ পাঁচে পরের খেলোয়াড়টিও গোলকিপার।

তবে তাঁকে শুধু গোলকিপার বললে ভুল হবে। কারণ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের হিসাবে তিনি গোলকিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা! এবার নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন তিনি ব্রাজিলের সাবেক

গোলকিপার রোজেরিও চেনি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানিয়েছে, ৫০ বছর বয়সী চেনি তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ১২১২ ম্যাচ খেলেছেন।

এ তালিকায় চতুর্থ খেলোয়াড়ও গোলকিপার হওয়ায় বলাই যায়, সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়তে চার গোলকিপারের সঙ্গে লড়তে হবে রোনালদোকে। ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিন্সের ৪৩ বছর বয়সী গোলকিপার ফাবিও পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চসংখ্যক ম্যাচ খেলার তালিকায় চতুর্থ (১২১২ ম্যাচ)। কখনো জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া ফাবিও শুধু ক্রুজেইরোর হয়েই খেলেছেন পাঁচ শতাধিক ম্যাচ!

গোলকিপারদের শুধু পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে ক্যারিয়ার চাইলে দীর্ঘায়িত করা অন্য পজিশনের খেলোয়াড়দের তুলনায় সহজ। রোনালদো আক্রমণভাগের খেলোয়াড় হয়েও পেশাদার ফুটবলে যেভাবে নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছেন, তাতে এটা বলাই যায়, এ রেকর্ড কেউ ভাঙার দুঃসাহস দেখালে সেটা শুধু তাঁর দ্বারাই সম্ভব। এএস জানিয়েছে, অন্তত ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত খেলবেন রোনালদো। তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি পেশাদার ক্যারিয়ারে ১০৪৭ ম্যাচে ৮২১ গোল করেছেন।

# গার্দিওলাকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলা অ্যাস্টন ভিলার বদলে যাওয়ার গল্প

**স্পেন ঃ** গত বছরের অক্টোবরে বিষণ্নতায় ছেয়ে গিয়েছিল ভিলা পার্কের চারপাশ। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চলের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল অ্যাস্টন ভিলা। স্টিভেন জেরার্ডের অধীনে ধুঁকতে থাকা দলটি তখন পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত দলের খারাপ খেলার দায় যার ওপর সবার আগে বর্তায়, সেই কোচকেই হতে হলো বলির পাঁঠা। ছাঁটাই হলেন জেরার্ড। লিভারপুল কিংবদন্তির বদলে এলেন স্প্যানিশ কোচ উনাই এমেরি।

এমেরির ভিলা পার্কে আসা নিয়ে কানাঘুষা কম ছিল না। আগেরবার প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের দায়িত্ব নিয়ে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। এবারও একই পরিস্থিতিতে পড়তে হয় কি না, সে আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সকালের সূর্যটা এবার ইতিবাচক বার্তাই নিয়ে এল। নিজের প্রথম ম্যাচেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দেয় অ্যাস্টন ভিলা। সেই ম্যাচ থেকে পরের এক বছর স্বপ্নের মতোই কেটেছে ক্লাবটির।

পরের মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা নিয়েই শঙ্কা গার্দিওলার ইউনাইটেডের বিপক্ষে সেই ম্যাচের পর এমেরির অধীনে খেলা ৪০ ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলা অর্জন করেছে ৮১ পয়েন্ট। গত প্রায় ১৩ মাসে ভিলার চেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েছে কেবল তিনটি দল ম্যানচেস্টার সিটি (৯০), আর্সেনাল (৮৯) ও লিভারপুল (৮৫)। আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য তারা রেখেছে গত সপ্তাহে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে। সেদিন ভিলার কাছে সিটি শুধু হারেইনি বরং লজ্জাকর কিছু পরিসংখ্যানের মুখে পড়তে হয়েছিল পেপ গার্দিওলার দলকে। সেদিন একাধিক পরিসংখ্যানে সিটিকে নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছিল এমেরির দল। সেই ম্যাচেই সিটির অ্যাটাকিং থার্ডে ১৩ বার বলের দখল জিতেছে ভিলা। গার্দিওলার অধীনে এর আগে এমন ঘটনা দেখতে হয়নি সিটিকে। অ্যাস্টন ভিলা সেদিন সিটির চেয়ে ২০টি শট বেশি নিয়েছে (ভিলা ২২, সিটি ২), যা কিনা গার্দিওলার বিপক্ষেই কখনো ঘটেনি।

এটি গত মৌসুমে ট্রেবল জেতা গার্দিওলাকে এতটাই অস্তিত্ব সংকটে ফেলেছে যে তাঁকে বলতে হয়েছে, 'আমাকে আবার প্রমাণ করতে হবে যে আমি ভালো কোচ।' বেশ অদ্ভুতই বটে! কদিন আগেও যে দলটিকে মনে হচ্ছিল অজেয়। যাদের বিপক্ষে ম্যাচ জেতা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি, সেই সিটিকেই রীতিমতো নতুন করে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল অ্যাস্টন ভিলা। এমনকি আজ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শীর্ষে থাকা আর্সেনালকেও চমকে দিতে পারে তারা।

প্রশ্ন হচ্ছে গত এক বছরে কী এমন হলো যে অবনমনের শঙ্কায় থাকা দলটি আমূল বদলে গেল?

অ্যাস্টন ভিলার এমন বদলে যাওয়ার জন্য মাঠের খেলা, পরিকল্পনা ও খেলোয়াড়দের নিবেদনসহ নানা কারণের কথা বলা যায়। কিন্তু এসবকে সরিয়ে রাখলে দলটিকে বদলে দিয়েছে মূলত একটি মানুষের দেখা স্বপ্ন। গত অক্টোবরেই এমেরি বলেছিলেন, 'স্বপ্ন, সব সময়।' হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখা ছাড়া এভাবে তলানি থেকে একটি দল ওপরে উঠে আসতে পারে না। কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করে অবশ্য কেউ চাইলে করতে পারে, করেছেও। কিন্তু অ্যাস্টন ভিলার এই উত্থানের পেছনে ছিল না অর্থের কোনো ঝনঝনানি।

মূলত স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার ফলেই দলটি আজ এই অবস্থানে উঠে এসেছে। যেখানে ঘরের মাঠে টানা ১৪ ম্যাচে জিতেছে তারা। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১৫ ম্যাচের মধ্যে ভিলার জয় ১০ ম্যাচে, যা কিনা ১৯৮০-৮১ মৌসুমের পর সর্বোচ্চ। সেবার অবশ্য ভিলা লিগ শিরোপাও ঘরে তুলেছিল। এবার হয়তো এখনই তাদের শিরোপা জেতার কথা কেউ বলছে না বরং সেরা চারে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনা নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এমন ছন্দে এগিয়ে গেলে তারা শিরোপাও জিততে পারে। ১৫ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা দলটির চেয়ে মাত্র ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা। আর্সেনালের ৩৬ পয়েন্টের বিপরীতে তিনে থাকা অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ৩২। এটা সত্যি যে প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা জেতার লড়াই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে। যেখানে ম্যান সিটি, লিভারপুল কিংবা আর্সেনালরা জানে সেটি কীভাবে জিততে হয়। কীভাবে ব্যর্থতা ভুলে ফিরে আসতে হয় তাও জানা আছে তাদের। তাই শেষ পর্যন্ত দৌড়ে টিকে থাকা ভিলার জন্য চ্যালেঞ্জিংই বটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা যা অর্জন করেছে, তাও কম নয়। ১৫ ম্যাচ শেষে ইউনাইটেড, চেলসি, নিউক্যাসল, ব্রাইটন, টটেনহাম এবং সর্বোপরি ম্যান সিটির চেয়েও এগিয়ে থাকা নিশ্চিতভাবে অনেক বড় অর্জন। বিশেষ করে যেভাবে দলটিকে এমেরি খেলাচ্ছেন, তা দারুণ রোমাঞ্চকর।

# যে ১০টি লক্ষণ ক্যান্সারের ইঙ্গিত দেয়

**কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ** ক্যান্সারের নাম শুনলেই বেশিরভাগ মানুষ যেটি মনে করেন তা হচ্ছে, এটি একটি মারাত্মক রোগ যাতে আক্রান্তরা মারা যান।

কিন্তু ৭০ এর দশকের পর থেকে ক্যান্সারে আক্রান্তদের বেঁচে থাকার হার তিনগুণ বেড়েছে। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করানোর কারণে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্যান্সারই চিকিৎসা যোগ্য এবং যেসব রোগীরা খুব মারাত্মক পর্যায়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আগে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পান তারা একটি ভাল ফলও পান।

সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ছোটখাট উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে চাইনা বা সেগুলোকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেই না। এসব উপসর্গকে আমরা এড়িয়ে চলি যা আসলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার গবেষণা সংস্থার এক গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের অর্ধেকের বেশি বাসিন্দা জীবনের কোন না কোন সময়ে এমন কোন উপসর্গে ভুগেছেন যেটি আসলে ক্যান্সারের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মাত্র ২ শতাংশ মনে করেছেন যে এর কারণে তাদের ভুগতে হতে পারে এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ একে কোন ধরণের পাত্তাই দেননি এবং এর ফলে চিকিৎসকের কাছেও যাননি।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের একজন গবেষক এবং এই ক্যান্সার গবেষণার প্রধান ক্যাটরিনা হুইটেকার বলেন মানুষ মনে করে যে, মানুষকে স্বাস্থ্য নিয়ে অতি উদ্বিগ্ন হতে উৎসাহিত করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু আমরা এমন মানুষও পেয়েছি যারা চিকিৎসকের কাছে যেতে বিব্রত বোধ করে কারণ তারা মনে করে যে, তারা আপনার সময় নষ্ট করছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পদ যথেচ্ছভাবে নষ্ট করছেন।

প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা গেলে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রোধ করা যায়।

তিনি বলেন, আমাদেরকে এই বার্তা পাঠাতে হবে যে, আপনার যদি এমন কোন উপসর্গ থাকে যেটা সহসাই যাচ্ছে না, বিশেষ করে এমন সব উপসর্গ যেগুলোকে হুঁশিয়ারি সংকেত হিসেবে মনে করা হয়, তাহলে সেগুলোকে অবহেলা না করে আপনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং তার সহায়তা চাওয়া উচিত।

বিবিসি মুন্ডো ক্যান্সারের এমন ১০টি সাধারণ উপসর্গের বিষয়ে জানাবে যেগুলোকে অবহেলা করা উচিত নয় বলে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি মনে করে।

**কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া**

ক্যান্সার আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই কোন না কোন সময় ওজন হারাতে শুরু করে। যখন আপনি কোন ধরনের কারণ ছাড়াই ওজন হারাতে শুরু করেন, এটাকে বলা হয় ব্যাখ্যাহীন ওজন হারানো। এতে চিন্তার কারণ আছে।

ব্যাখ্যাহীনভাবে বা কোন কারণ ছাড়াই পাঁচ কেজি বা তার বেশি ওজন কমলে সেটি ক্যান্সারের প্রথম লক্ষণ হতে পারে।

অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, খাদ্যনালী বা ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়ার এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

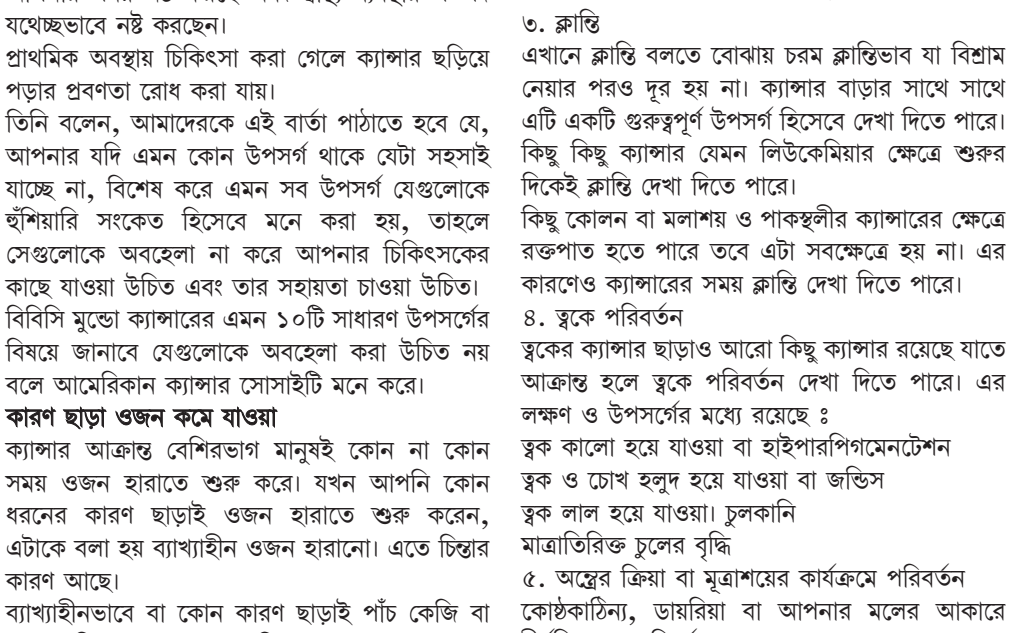

জ্বর

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে সাধারণ একটি উপসর্গ হচ্ছে জ্বর। অবশ্য যে স্থানে ক্যান্সার উৎপন্ন হয়েছে সেখান থেকে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়া শুরু হলে তখন প্রায়ই জ্বর দেখা দেয়।

ক্যান্সারে আক্রান্ত সবাই কোন না কোন সময় জ্বরে ভোগেন। বিশেষ করে যদি ক্যান্সার বা এর চিকিৎসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে তাহলে জ্বর বেশি হয়।

অনেক ক্ষেত্রে জ্বর ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গও হতে পারে। যেমন লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা।

৩. ক্লান্তি

এখানে ক্লান্তি বলতে বোঝায় চরম ক্লান্তিভাব যা বিশ্রাম নেয়ার পরও দূর হয় না। ক্যান্সার বাড়ার সাথে সাথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু ক্যান্সার যেমন লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে শুরুর দিকেই ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

কিছু কোলন বা মলাশয় ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রক্তপাত হতে পারে তবে এটা সবক্ষেত্রে হয় না। এর কারণেও ক্যান্সারের সময় ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

৪. ত্বকে পরিবর্তন

ত্বকের ক্যান্সার ছাড়াও আরো কিছু ক্যান্সার রয়েছে যাতে আক্রান্ত হলে ত্বকে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণ ও উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ঃ

ত্বক কালো হয়ে যাওয়া বা হাইপারপিগমেনটেশন

ত্বক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া বা জন্ডিস

ত্বক লাল হয়ে যাওয়া। চুলকানি

মাত্রাতিরিক্ত চুলের বৃদ্ধি

৫. অন্ত্রের ক্রিয়া বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন

কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া বা আপনার মলের আকারে দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন মলাশয়ের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

অন্যদিকে প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, প্রস্রাবে রক্তপাত, বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন যেমন আগের তুলনায় কম বা বেশি প্রস্রাব করা ইত্যাদি মূত্রাশয় বা প্রোস্টেট ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

৬. যে ক্ষত ভাল হয় না

অনেকেই জানেন যে দেহে যদি কোন আঁচিল থাকে যেটি বাড়ে বা ব্যথা হয় বা সেটি থেকে রক্তপাত হয় তাহলে সেটি ত্বকের ক্যান্সারের একটি লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু শরীরে যদি কোন ক্ষত থাকে যেটি চার সপ্তাহের পরও ভাল হয় না বা সেরে যায় না, এমন ক্ষতের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুখে যদি এমন কোন ক্ষত হয় তাহলে সেটি মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

আপনার মুখের যেকোন পরিবর্তন যদি দীর্ঘ সময় ধরে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসক বা ডেন্টিস্টের পরামর্শ নেয়া উচিত।

শিশ্ন বা জরায়ুতে ক্ষত হয় কোন ধরণের সংক্রমণ কিংবা ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণ হতে পারে। এমন অবস্থায় একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পরামর্শ নেয়া উচিত।

৭. রক্তপাত

ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় কিংবা তা ছড়িয়ে পড়ার পর অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে। কাশির সাথে রক্তপাত ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। অন্যদিকে যদি মলের সাথে রক্তপাত হয় তাহলে এটি মলাশয় বা মলদ্বারে ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

এনডোমেট্রিয়াম বা জরায়ুর আবরণে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের কারণে যোনিপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে।

এছাড়া মূত্রের সাথে রক্ত পড়লে সেটি মূত্রাশয় বা কিডনি ক্যান্সারের কারণে হতে পারে। স্তনবৃন্ত বা স্তনের বোটা থেকে রক্তমিশ্রিত তরল বের হলে সেটি স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

শরীরের যে কোন স্থান শক্ত হয়ে যাওয়া

অনেক ক্যান্সার ত্বকের মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে। এ ধরণের ক্যান্সার সাধারণত স্তন, অণ্ডকোষ, গ্রন্থি এবং শরীরের নরম টিস্যুতে হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে দেহে শক্তভাব বা মাংস জমে আছে এ ধরণের অনুভূতি হয়। এটা এসব ক্যান্সারের প্রাথমিক বা বিলম্বিত উপসর্গ হতে পারে।

৯. গিলতে অসুবিধা

ক্রমাগত বদহজম বা কোন কিছু গিলতে গেলে সমস্যা হলে সেটা ইসোফ্যাগাস, পাকস্থলী বা গলার ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

তবে যাই হোক না কেন, এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সব উপসর্গই ক্যান্সার ছাড়াও অন্য আরো অনেক কারণেই দেখা দিতে পারে।

১০. টানা কাশি বা কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন

টানা কাশি ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এছাড়া কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসলে তা স্বরযন্ত্র বা থাইরয়েড গ্রন্থিতে ক্যান্সারের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে।

## টুকরো খবর

### মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কেন ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

**ঢাকা ঃ** সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শেখ মুজিবকে সরকার গঠনে আহ্বান করার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরপর ২৫ শে মার্চ রাতে গণহত্যা চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

**তেলিয়াপাড়ায় বৈঠক এবং চারজন সিনিয়র কমান্ডারের ওপর অপারেশনের দায়িত্ব**

গণহত্যা শুরুর পর সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং তরুণ দেশপ্রেমিকেরা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানেই প্রণীত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল, যা তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে পরিচিত। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঁচটি বাঙালি রেজিমেন্ট ছিল। এর মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গণহত্যার আগে থেকেই বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করে এবং প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাইরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণরত সেনা সদস্যসহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত বাঙালি সেনাদের বড় অংশ পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ

দিয়েছিলেন। অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হওয়া এই প্রতিরোধযুদ্ধকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য তেলিয়াপাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় এম এ জি ওসমানী যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে। এর দায়িত্ব দেয়া হয় চারজন সিনিয়র কমান্ডারকে। ওই বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়। এপ্রিলের ১০ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। তারপর আরও চারটি সামরিক অঞ্চল ঘোষণা করে সেগুলোর সেক্টর কমান্ডারদের নাম ঘোষণা করেন তাজউদ্দিন আহমদ। সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব বলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার বেতার ভাষণে জানান, বিভিন্ন অঞ্চলে আটজন সেনা কর্মকর্তার নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এতে যুদ্ধের গতি আরও বেড়ে যায়। তিনি বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা যখন হয় তখনতো কোন সেক্টর, অস্ত্রপাতি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালির প্রতিরোধ যুদ্ধ সুসংগঠিত করার চেষ্টা করলো। এর মধ্যে ১১ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রথম বেতার ভাষণ দিলেন মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি দেশবাসিকে জানানোর জন্য, তাতে চারজন আঞ্চলিক অধিনায়কদের কথা বললেন, যাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে।

যুদ্ধে বড় ভূমিকা ছিল সাধারণ মানুষ ও গেরিলা যোদ্ধাদের, যাদের অনেকেই কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

**কলকাতায় সম্মেলনে ১১টি সেক্টর গঠনের সিদ্ধান্ত**

উনিশশ একাত্তর সালের ১১ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত কলকাতাস্থ ৮ নং থিয়েটার রোডের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে সেক্টর কমান্ডার এবং উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, অভিযান, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে মোট চারটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেখানে। সেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রধানতম ছিল সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা, এবং প্রতি সেক্টরের জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি সেক্টরকে অঞ্চল ভেদে ভাগ করা হয় কয়েকটি সাবসেক্টরে।

**'সেক্টরগুলো প্রধানত যুদ্ধের কৌশল ভেবে করা হয়েছিল'**

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম এদেশের মানুষের কাছে ছিল না। এমন অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়েছিল। আর পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ফেলা ছিল এসব রণকৌশলেরই একটি অংশ। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেছেন, সেক্টরগুলো প্রধানত যুদ্ধের কৌশল ভেবে করা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বেসামরিক সরকারের অধীনে ও নেতৃত্বে। তারাই ঠিক করেছিলেন অবশ্যই সমরবিদদের নিয়ে কীভাবে সারাদেশে যুদ্ধটা করবেন। সেই কৌশল নিয়ে তারা সারা দেশকে ১১টা সেক্টরে ভাগ করেছিলেন বলেন তিনি।

সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব বলেছেন, সেক্টর ভাগ করার পর যুদ্ধের গতি বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, মার্চের শেষদিক থেকে জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেছে। এর মধ্যে যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অংশে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং চলছিল, এবং ভারতীয় অংশ থেকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছিল। কিন্তু যখন সেক্টরগুলা গঠন করা হয়, তখন থেকে যুদ্ধের গতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মি. হাবীব মনে করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছোট ছোট ভাগ করার কারণে প্রশাসনিক এবং সামরিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

**সেক্টর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে?**

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলছেন, সেক্টর কমান্ডার নির্বাচন করা হয়েছিল তাদেরই যারা সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন । তিনি বলছিলেন, পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তারা এবং তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে যারা সিনিয়র ও অভিজ্ঞ তাদেরই মূলত ১১টি সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে সেক্টরগুলো সীমান্ত এলাকা বরাবর কাজ করেছে। যখন মূল যুদ্ধ শুরু হলো যৌথ বাহিনীর সাথে, তখন তারা একটা বড় ভূমিকা রেখেছেন।

তবে সেক্টর কমান্ডার বা অধিনায়ক নির্বাচন সেসময় একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার সকলেই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার। হারুন হাবীব বলেছেন, সেই সময় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবাই হয়তো যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে যারা ছিলো তারা যোগ দিতে পারেনি। অনেকে আবার যোগ দেয়ওনি। কাজেই অধিনায়ক এর একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিলো সেই তখন, বলেন তিনি। তিনি আরো বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার, কর্ণেল তখন ছিলোই না যারা মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিলো। মুলত মেজর র‍্যাঙ্কের যারা ছিলেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভেইলেবল যেসব মেজর এবং ক্যাপ্টেন সাহেবরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে ডিসাইড করে মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিলেন, তাদেরকেই কিন্তু দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। পরের দিকে অবশ্য অনেকেই পালিয়ে এসেছেন যারা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বলছিলেন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের মি. হাবীব।

**'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' ও 'কে ফোর্স' গঠন**

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত ও অনিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিত বাহিনী গণবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা। এর বাইরে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরে গণবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। গণবাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠানো হয়। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা সশস্ত্রবাহিনীর প্রথাগত যুদ্ধে নিযোজিত ছিলেন। 'জেড ফোর্স' নামে পরিচিত নিয়মিত বাহিনীর প্রথম ব্রিগেডটি জুলাই মাসে গঠিত হয়। ব্রিগেডটি ১ম, ৩য় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়। 'এস ফোর্স' নামে পরিচিত দ্বিতীয় নিয়মিত ব্রিগেডটি দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিয়ে অক্টোবরে গঠিত হয়। এ ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন মেজর কেএম সফিউল্লাহ। মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কে ফোর্স' গঠিত হয় ৪র্থ, ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের সদস্যদের নিয়ে। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি আরও অনেক বাহিনী সংগঠিত হয়। এ সকল বাহিনীর মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী ও গফুর বাহিনী এবং ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী ও আফতাব বাহিনী উল্লেখযোগ্য।

সি আর দত্ত ঃবাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত জেনারেল

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সাধারণ মানুষ ও গেরিলা যোদ্ধারা। যাদের অনেকেই হয়তো সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলছেন, সেক্টর কমান্ডাররা মূলত মুজিবনগর সরকারের অধীনে থেকে কাজ করেছেন। সেখানে যারা ছিলেন যোদ্ধা তাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করেছেন, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আলাদাভাবে কোনও সেক্টরের গুরুত্ব চিহ্নিত করা যাবে না।তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমন্বিত একটা ব্যাপার। সবাই মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন এর মধ্যে দুই ধরনের মানুষ ছিলেন। একটা হচ্ছে যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা অন্য কোনও নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, যেমন পুলিশ হতে পারে সীমান্ত রক্ষী হতে পারে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:12:2023

## দেশের দশের কথা
## রাজনীতির তোলপাড়

### বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১০ই ডিসেম্বর ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে?

**ঢাকা ঃ** বিশ্বজুড়ে ১০ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দিনটি গত দুই বছর ধরে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। ২০২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ও বাহিনীটির সাবেক কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দিনটিকে ঘিরে নানা রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়। এবারো ১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় মানববন্ধন করতে চায় বিরোধী দল বিএনপি। যদিও পুলিশের দিক থেকে এখনো কোন অনুমতি মেলেনি। এছাড়া বিএনপির স্থেচ্ছায় নেতাদের অনেকেই এখন কারাগারে কিংবা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও একই দিন সমাবেশ করতে চেয়েছিল ঢাকায় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেইট এলাকায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না মেলায় সে সমাবেশ করবে না আওয়ামী লীগ। দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাইরে সমাবেশ না করলেও তারা ইনডোর অনুষ্ঠান করবেন। সরকারবিরোধীরা মনে করেন, র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে ক্ষমতাসীনদের উপর আমেরিকার চাপ হ্রাস পেয়েছে। সে কারণে ১০ই ডিসেম্বর রাজনীতিতে বাড়তি মাত্রা পেয়েছে।

# গাজায় আটক উলঙ্গ ফিলিস্তিনি পুরুষদের ভিডিও প্রকাশ

**জেরুসালেম (এজেন্সী) ঃ** গাজার উত্তরাঞ্চল এবং খান ইউনিসকে ঘিরে যুদ্ধ যখন বাড়ছে তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে ইসরায়েলের হাতে আটক নগ্ন ফিলিস্তিনি পুরুষদের দেখা যাচ্ছে।

বিবিসির যাচাই করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ওই পুরুষদের অন্তর্বাস পরিয়ে রাখা হয়েছে এবং তারা মাটিতে বসে আছে। ইসরায়েলি সেনারা তাদের পাহারা দিচ্ছে।

গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল বেইত লাহিয়া এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিবিসিকে বলা হয়েছে যে, এরপর তাদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

যাদেরকে আটক করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন স্বনামধন্য ফিলিস্তিনি সাংবাদিকও রয়েছেন। এ ঘটনার পর তার নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের উপর আগ্রাসী তল্লাসি ও অপমানজনক আচরণের অভিযোগ তুলেছে।

এই ভিডিও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, যেসব ব্যক্তিদের আটক করা হয়েছে তাদের সবার সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার মতো বয়স হয়েছে এবং তাদেরকে এমন এক এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে যেখান থেকে কয়েক সপ্তাহ আগেই বেসামরিক নাগরিকদের চলে যাওয়ার কথা ছিল।

ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েক ডজন পুরুষকে পায়ে চলা রাস্তায় সারিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে তাদের জুতা খুলতে বলা হয়েছে। জুতাগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। ইসরায়েলি সেনা এবং সাঁজোয়া যান তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে।

অন্য ছবিতে দেখা যায়, তাদেরকে সামরিক যানে করে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ইসরায়েলি মিডিয়ায়, আটককৃতদের হামাসের আত্মসমর্পণ করা যোদ্ধা হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।

আরেকটি ছবি যেটি বিবিসি যাচাই করতে পারেনি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ওই ব্যক্তিদেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় বুলডোজার দিয়ে তৈরি করা বালির গর্তের কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ছবিগুলো সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বৃহস্পতিবার বলেন, আইডিএফ বাহিনী ও শিন বেত কর্মকর্তারা শত শত সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

এদের মধ্যে অনেকে গত ২৪ ঘণ্টায় আমাদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা যুদ্ধ চালিয়ে নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শুক্রবার ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্র আইলন লেভি বিবিসিকে বলেন, ওই ব্যক্তিদের গাজার উত্তরাঞ্চলের জাবালিয়া ও শেজাইয়া থেকে আটক করা হয়েছে। এই স্থানগুলো হামাসের শক্ত ঘাঁটি এবং উত্তেজনার কেন্দ্র। আমরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে উপযুক্ত বয়সী পুরুষদের সম্পর্কে কথা বলছি যাদেরকে এমন জায়গা থেকে আটক করা হয়েছে যেখান থেকে কয়েক সপ্তাহ আগেই বেসামরিক নাগরিকদের চলে যাওয়ার কথা ছিল। মি. লেভি আরো বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কে হামাস সন্ত্রাসী আর কে নয় তা বের করার চেষ্টা করা হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, আটককৃত লোকদের এমন এলাকায় পাওয়া গেছে যেখানে ইসরায়েলি বাহিনী হামাসের সাথে প্রায় মুখোমুখি সংঘাতে জড়িয়েছিল। তারা বরাবরই বেসামরিক নাগরিকের ছদ্মবেশে ছিল এবং তারা বেসামরিক স্থাপনা থেকে পরিচালিত হয়েছে।

বিবিসি এমন একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছে যিনি জানিয়েছেন যে, বৃহস্পতিবার বেত লাহিয়া থেকে যে দলটিকে ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে তাদের মধ্যে তার ১০ জন আত্মীয় রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যক্তি তার নাম প্রকাশ করতে চাননি। তিনি বিবিসি অ্যারাবিকের ইথার শালাবিকে বলেন, আইডিএফ এর সেনারা ওই এলাকায় প্রবেশ করে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তাদেরকে বাড়ি ও জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউ এর পরিচালিত স্কুল থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। তিনি বলেন, আইডিএফ ওই এলাকার নারীদের পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে চলে যেতে বলে এবং পরে পুরুষরা বাড়ি থেকে বের হয়ে না আসলে তাদের উপর গুলি চালানোর হুমকি দেয়।

ওই ব্যক্তি পরে জানিয়েছেন যে, তার আত্মীয়দের মধ্যে সাত জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা বাড়ি ফিরে এসেছে। কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক থাকা বাকি তিন জনের ভাগ্যে কী জুটেছে তা তিনি জানেন না।

সামাজিক মাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত এই ভিডিও ফুটেজকে জাতিসংঘের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বেসামরিক নাগরিকদের আটক ও তাদের নগ্ন করাকে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর বর্বর চিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। হুসাম জমলত বলেন, এটি মানবতার ইতিহাসের কিছু অন্ধকারতম অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আটককৃতদের ভিডিওর মধ্যে একজন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক রয়েছেন। দিয়া আলকাহলুত নামে ওই সাংবাদিক আলআরাবি আলজাদিদ নামে একটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি। আরবি ভাষার ওই সংবাদ মাধ্যমটি 'নিউ আরব' নামে ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়। তারা বলেছে, মি. আলকাহলুত, তার কয়েক জন ভাই, কয়েক জন আত্মীয় এবং অন্য বেসামরিক নাগরিকদের সাথে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে বেইত লাহিয়াতে আটক হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আলআরাবি আলজাদিদ মি. আলকাহলুতকে আটকের ঘটনাকে অপমানজনক হিসেবে বর্ণনা করে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। এতে আরো বলা হয়, ইসরায়েলি বাহিনী ওই পুরুষদেরকে তাদের কাপড় খুলতে বাধ্য করেছে এবং আটক করার সময় তাদের উপর আগ্রাসী তল্লাসি চালিয়েছে এবং তাদের সাথে অপমানকর ব্যবহার করেছে, পরে তাদেরকে গোপন স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমটি ওই এলাকায় সাংবাদিকদের উপর ইসরায়েলের চলমান হামলার নিন্দা জানাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা কর্মী ও ওয়াচডগ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে। বিবিসি আইডিএফ এর কাছে মি. আলকাহলুতের আটকের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে।

# ইরাকের বাগদাদে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস চত্বরে মর্টার হামলা

**বাগদাদ ঃ** ইরাকের বাগদাদে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস প্রাঙ্গণে শুক্রবার ভোরে যে হামলা হয়েছে তাতে অন্তত সাত রাউন্ড মর্টার ছোঁড়া হয় বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক সামরিক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঐ কর্মকর্তা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস চত্বরকে লক্ষ্য করে সম্ভবত আরও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো হয়তো সেখানে আঘাত করেনি।

ঐ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হামলায় দূতাবাসের সামান্য ক্ষতি হলেও ঐ হামলায় কেউ হতাহত হয়নি। কোন গোষ্ঠীই এই আক্রমণের দায় স্বীকার করেনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর উপর এর আগের আক্রমণগুলি চালিয়েছিল ইরানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মিলিশিয়ারা। গাজা যুদ্ধে ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকে কেন্দ্র করে তারা নিরিয়া ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে স্থানীয় সময় ভোর ৪ টায় দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরনের শব্দ শোনা যায়। রাষ্ট্রীয় মাধ্যম বলছে এই আক্রমণে ইরাকি নিরাপত্তা সংস্থার সদর দফতরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন আইন আল আসাদ বিমান ঘাঁটিটিকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্রটি ঐ ঘাঁটিতে আঘাত হানেনি। আইন আল আসাদ বিমান ঘাঁটিতেই ইরাকের পাশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাহিনী অবস্থান করে।

## ভারতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে চীনের মোবাইল নির্মাতা ভিভোর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির, দায়ের হল মামলাও

**নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ** চলতি বছরে ভিভো ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট আনল ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট' (PMLA)-এ মামলাও দায়ের হয়েছে। আর্থিক তছরুপ মামলায় জড়িয়ে গেল চীনা মোবাইল নির্মাতা সংস্থা ভিভো। গত বছর ভিভোর চার অফিসারকে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল ইডি। ইডির দাবি, এ বছর জুলাই মাস থেকে বেআইনিভাবে টাকাপয়সার লেনদেন করছে ভিভো ইন্ডিয়া। একটি পাচার চক্রের খোঁজও পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। তদন্ত সংস্থার অভিযোগ, ভারতে কর না দিয়ে চোরাগোপ্তা পথে প্রায় ৬২ কোটি টাকা বেআইনিভাবে চীনে পাচার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের আরও দাবি, এর আগেও একাধিকবার ভিভো ইন্ডিয়া এ দেশে কর না দিয়ে টাকা চীনে পাঠিয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই কয়েকটি চীনা সংস্থার ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল ইডি। শুধু ইডি নয়, আয়কর দফতর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেরও নজর ছিল এই সব সংস্থার উপর। ভিভো ছাড়াও আর চীনের আরেকটি মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা শাওমির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে তদন্ত করা হচ্ছে। আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে ভিভোর চার কর্তাকে আগেই গ্রেফতার করেছিল ইডি। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন লাভা ইন্টারন্যাশনালের এমডি হরি ওম রাই, চীনের নাগরিক গুয়াংওয়েন কিয়াং ওরফে অ্যান্ডু কুয়াং, রাজন মালিক এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিতিন গর্গ। চার অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি নগদ ১০ লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করে ইডি। ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লি পুলিশের করা একটি এফআইআরএর ভিত্তিতে ভিভোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। পরে দেশের ৪৪টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, মেঘালয়, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্য ছিল সেই তালিকায়। তদন্ত চলাকালীন ইডির অভিযোগ ছিল, ভিভো বেআইনি ভাবে বহু কোটি টাকা চীনে পাচার করেছে। গত বছর ২০২২ সালে ভিভো ইন্ডিয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ১১৯টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট ব্লক করে ইডি, পরে আদালত সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়।

# হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি সংক্রান্ত নয়টি অভিযোগ

**নিউ ইয়র্ক ঃ** ২০২৪ সালে নির্বাচনের পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলের ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে একটি বিশেষ কাউন্সেল তদন্তে হান্টার বাইডেনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় কর সংক্রান্ত নয়টি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বৃহস্পতিবার দাখিল করা নতুন অভিযোগগুলোর মধ্যে তিনটি অপরাধমূলক আর ছয়টি বিধিবহির্ভূত কার্যক্রম। এ ছাড়াও ডেলাওয়্যারে তার বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ফেডারেল অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী ২০১৮ সালে হান্টার বাইডেন মাদকব্যবহারকারীদের জন্য বন্দুক আইন ভঙ্গ করেছেন। এগুলো গ্রীষ্মে তার করা প্লি বার্গেইনের পরে সামনে এসেছে। আবেদন অনুযায়ী, তাকে জেলে যাওয়া থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল। তবে তার বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে ঠিক যখন তার বাবা পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন।

দোষী সাব্যস্ত হলে হান্টার বাইডেনের (৫৩) সর্বোচ্চ ১৭ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। ওয়েইস বলেন, বিশেষ কৌঁসুলির তদন্তের পথ এখনো খোলা আছে।

বৃহস্পতিবারের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হোয়াইট হাউস এ ব্যাপারে মন্তব্য করেনি। তারা প্রশ্নগুলো বিচার বিভাগ বা হান্টার বাইডেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের রিপাবলিক সদস্যরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার সময় এই অভিযোগ সামনে আসে। তদন্তে দাবি করা হয়, তিনি তার ছেলের সাথে একটি প্রভাব বিস্তারকারী বাণিজ্য পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন। তদন্তের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের বিষয়ে হাউস আগামী সপ্তাহে ভোট দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জো বাইডেন তার বর্তমান বা পূর্ববর্তী কার্যালয়ে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বা ঘুষ গ্রহণ করেছেন এমনটি এখন পর্যন্ত প্রমাণ করা যায়নি। তবে বাইডেন পরিবারের আন্তর্জাতিক ব্যবসাকে ঘিরে তাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।